প্রদর্শন করেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে সিন্ধিয়া দেশে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া "খানখানান" উপাধি লাভ করেন। আকবর সমর কুশল বীরদিগের সাতিশয় সমাদর করিতেন। তিনি কখনও সের আফগানের বীরত্বের অবমাননা করেন নাই, এবং কখনও তাঁহাকে কোন প্রকারে অপদস্থ করিয়া আপনার স্মরণীয় নাম কলঙ্কিত করেন নাই।

জাহাঙ্গীর স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে শেরকে বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে আসিতে অনুরোধ করিলেন। শের সম্রাটের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন না। তিনি দিল্লীতে সমুপস্থিত হইলেন। জাহাঙ্গীর সমাদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সরল প্রকৃতির গুণে শেরের মনে কোনরূপ সন্দেহের আবির্ভাব হইল না। সুতরাং তিনি সম্রাটের অত্যাদর দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে জাহাঙ্গীর শেরকে নিহত করিবার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন। একদিন তিনি শের আফগানকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই অরণ্যে একটী ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র ছিল। মৃগয়ার্থীগণ এই ব্যাঘ্র বধ করিবার আশয়ে প্রচলিত রীত্যানুসারে বনের চারিদিক বেষ্টন করিয়া সকলে একস্থানে একত্রিত হইতে উদ্যত হইল। ব্যাঘ্র এই আক্রমণে কিছুমাত্র ভীত হইল না, প্রত্যুত প্রবল পরাক্রম সহকারে আক্রমণকারিদিগকে নিহত করিতে কৃতোদ্যম হইল। সম্রাট জাহাঙ্গীর সাহ সমভিব্যাহারী লোকদিগকে একাকী এই ব্যাঘ্রকে বধ করিতে আদেশ করিলেন। ইহাতে বীর ব্যূহ হইতে তিন জন ওমরাহ সম্রাটের আদেশ প্রতিপালনে অগ্রসর হইলেন। শের আফগান নিকটে ছিলেন নিজের বীরত্ব লব্ধ প্রতিপত্তি হানির আশঙ্কায় নিরস্ত্র হইয়া এই ভয়ঙ্কর শ্বাপদের সহিত সংগ্রাম করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। জাহাঙ্গীর সম্মতি দিলেন। নিরস্ত্র শেরের সহিত ব্যাঘ্রের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

শেরের লোকাতীত বীরত্বের মহিমায় ব্যাঘ্রের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত হইল। ভীমদর্শন শ্বাপদ শেরের হৃদয়োৎকম্পি আক্রমণে মর্ম্মাহত হইয়া ঐহিক লীলা সম্বরণ করিল। শেরের এই অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। অনেকে বীরত্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া

চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে শের আফগানের মৌখিক অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তীব্র হলাহলে তাঁহার হৃদয় কালীময় হইয়া উঠিল। ব্যাঘ্র হত্যার পর শের আফগান দিল্লীতেই রহিলেন। ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে নিহত করিবার আর এক উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হন। তিনি একজন হস্তীপককে গোপনে আদেশ করিলেন যে, শের যখন রাস্তা দিয়া গমন করিবে, তখন একটী মত্ত হস্তী দ্বারা যেন তাঁহাকে বধ করা হয়। হস্তীপক সম্রাটের আদেশানুসারে একটী মত্ত মাতঙ্গকে প্রস্তুত করিয়া রাখিল। সের আফগান যেমন শিবিকারোহণে স্বীয় আবাসে যাইতেছেন, অমনি মাহুতের ইঙ্গিতে ভীমকায় মাতঙ্গ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বাহকেরা এই অদৃষ্টচর ব্যাপার দর্শনে অতিমাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়িত হইল। শের আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশে নির্ভয়ে যান হইতে বহির্গত হইলেন, এবং নির্ভয়ে অটল সাহস সহকারে কটিদেশ হইতে অসি নিষ্কোষ করিয়া দৃঢ়তর বলে সেই হস্তীর শুণ্ডে আঘাত করিলেন। নিদারুণ প্রহারে শুণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল; হস্তী মর্ম্মান্তিক মৃত্যুযন্ত্রণাধ্বনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইল। জাহাঙ্গীর উত্তুঙ্গ প্রাসাদের গবাক্ষপথ হইতে শেরের এই অদ্ভুত বিক্রমের ও লোকাতীত সাহসের কার্য্য সন্দর্শন করিলেন। তিনি মনে মনে এই বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আবার নিজের উদ্ভাবিত উপায়দ্বয় সর্ব্বাংশে ব্যর্থীভূত হওয়াতে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন।

কিছুকাল পরে শের আফগান দিল্লী হইতে বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জাহাঙ্গীর ছয়মাসকাল তাঁহার প্রতি আর কোন শত্রুতা প্রদর্শন করেন নাই। এই সময়ে কুতুবদ্দীনের হস্তে বাঙ্গালার শাসনভার ছিল কুতুবউদ্দীন সাতিশয় নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও অব্যবস্থিত চিত্ত ছিলেন। তিনি সম্রাটের দরবারে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত জাহাঙ্গীরের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই শেরকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এইসাধনোদ্দেশে চল্লিশ জন দস্যু নিয়োজিত হইল। শের সুবাদারের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, তথাপি নির্ভীকচিত্তে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবল ও শারিরীক তেজস্বীতার উপর এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতেন যে, রাত্রিকালে কোন ভৃত্যকে

তাঁহার গৃহে থাকিতে আদেশ করিতেন না। ভৃত্যগণ আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিত, কেবল একজন বৃদ্ধ দ্বাররক্ষক শেরের শয়ন মন্দিরের নিকটে থাকিয়া প্রহরিতার কার্য্য করিত। শেরের আবাসবাটীর বহির্দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী অধ্যয়ন গৃহ ছিল; এই গৃহ দিয়া তাঁহার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারা যাইত। যখন গভীর নিশীথের সূচিভেদ্য অন্ধকারে দশদিক পরিব্যাপ্ত হইল; দিবসের ঘোরতর পরিশ্রমের পর মানবগণ যখন শান্তিলাভের আশায় শান্তিময়ী নিদ্রার ক্রোড়দেশে শয়ান রহিল, তখন সেই অস্ত্রধারী চল্লিশ জন দস্যু বৃদ্ধদ্বারপালকে অনুপস্থিত দেখিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শেরের বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই অধ্যয়ন গৃহে একত্রিত হইল।

শের শয়ন গৃহে নিদ্রাভিভূত ছিলেন। দস্যুদিগের কয়েক ব্যক্তি নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। এই নরঘাতকগণ শেরের বিচেতন, নিস্পন্দ শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে তাহাদের দেশস্থ একজন প্রাচীন পুরুষ এই জুগুপ্সিত লোমহর্ষণ কার্য্যদর্শনে স্থির থাকিতে পারিল না তাহার ধমনী মধ্যে রক্তের গতি শতগুণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, সিরায় সিরায় তীব্র তেজ সঞ্চারিত হইল; দয়া ন্যায়পরতা যেন হস্ত প্রসারণ করিয়া বৃদ্ধের মানবী প্রকৃতিকে দেব ভাবান্বিত করিয়া তুলিল! বর্ষীয়ান্ স্থির চিত্তে এই সাংঘাতিক ব্যাপার দেখিতে সমর্থ হইল না। সহযোগিদিগকে লক্ষ্য করিয়া জলদ গম্ভীর স্বরে কহিল——

"দুরাত্মগণ! স্থির হও; পুরুষোচিত কার্য্য সাধন কর। চল্লিশ জন একধারে একজন নিদ্রিত, নিরস্ত্র, নিঃসহায় ব্যক্তিকে আক্রমণ করিও না। ইহাতে তোমাদের দেহ অপবিত্র হইবে, করস্থিত শাণিত অসি কলঙ্কিত হইবে, এবং অন্তিমে অনন্তপদ প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। আমরা অদ্য যে আহ্লাদ, যে তৃপ্তির আশায় এই অমানুষিক কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; সে আহ্লাদ সে তৃপ্তি কখনও চিরস্থায়ী হইবে না। ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, প্রকৃত বীরত্বের সম্মান রক্ষা কর! সাবধান, কখনও ন্যায়ের অবমাননা করিও না, কখনও নীতির মস্তকে পদাঘাত করিও না; এবং কখনও নিদ্রিত পুরুষ সিংহের শরীরে অস্ত্র প্রবেশিত করিও না।"

এই জলদ গম্ভীর স্বরে শেরের নিদ্রাভঙ্গ হইল; "প্রকৃত বীরের ন্যায় কথা কহিয়াছ" বলিয়া শের অটল সাহসের সহিত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; অবিচলিত স্থিরতার সহিত পার্শ্বস্থিত শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন; এবং অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত সশস্ত্র শত্রুর আক্রমণ নিরস্ত করিতে গৃহের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। শত্রুগণ সকলে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু তিনি অদ্ভুত অস্ত্র চালনা কৌশলে তাহাদিগকে অবিলম্বে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত করিয়া ফেলিলেন। দস্যুরা পরাজিত হইয়া অনেকে তাঁহার পাদদেশ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং অনেকে প্রাণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। শের স্বীয় উদারতা ও মহত্ব গুণে কাহারও প্রাণবধ করিলেন না। যে বর্ষীয়ান্ দস্যু তাঁহাকে জাগরিত করিয়াছিল, সে পলায়ন করিল না। শের আদর সহকারে তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সচ্চরিত্রতা জন্য তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ দিতে লাগিলেন, এবং কোন ব্যক্তি হইতে এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইলেন। অনন্তর এই ঘটনা সাধারণে ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিয়া বৃদ্ধকে যথোচিত পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

শেরের এই বীরত্বের বিবরণ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল; সকলেই এই বিবরণ শুনিয়া প্রশংসাবাদে শেরকে শত গুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিল, এবং সকলেই তাঁহাকে বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকটে সমাগত হইতে লাগিল। শের ধর্ম্মপত্নীর সহিত শান্তভাবে কালাতিপাত করিবার আশয়ে রাজমহল হইতে বর্দ্ধমানে আসিলেন। কিন্তু তিনি যে আশায় স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন, যে আশায় আশ্বস্ত হইয়া নির্জ্জনবাসে প্রবৃত্ত হইলেন; সে আশা সফল হইল না। দুরাচার কুতুবউদ্দীন শেরকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল; সুতরাং শেরের স্থান পরিবর্ত্তনেও সে হতোদ্যম হইল না। প্রীতিময়ী প্রণয়িনীর সহিত শান্তভাবে কালাতিপাত করা শেরের অসাধ্য হইয়া উঠিল।

কুতুব সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে অধীনস্থ চাকলা সমূহের পর্য্যবেক্ষণ ব্যপদেশে রাজমহল হইতে একবারে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। এদিকে

শের সুবাদারের উপস্থিতি সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনাজন্য দুই জন ভৃত্যের সহিত অগ্রসর হইলেন। কুতুবউদ্দীন শেরকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন; এবং পরস্পর সদালাপ করিতে করিতে অশ্বারোহণে উভয়ে উভয়ের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর এইরূপে অগ্রসর হইলে হঠাৎ সুবাদারের অধিষ্ঠিত অশ্বের গতি স্তম্ভিত হইল। সুবাদার নগর পরিদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সুসজ্জিত হস্তী আনিতে আদেশ করিলেন, হস্তী আনিলে কুতুব তদুপরি আরোহণ করিলেন। এই সময়ে শের পূর্ব্ববৎ অশ্বারোহী হইয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন; এমন সময়ে শূলধারী সৈনিক পুরুষ শের সুবাদারের পথিমধ্যে দণ্ডায়মান আছে এই ব্যপদেশ অবলম্বন করিয়া তাঁহার অশ্বকে এরূপ আঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই শের অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ধরাশায়ী হইলেন, শের ঈদৃশ অযোগ্য কার্য্য সন্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এতক্ষণে তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইল; এতক্ষণে তিনি কুতুবের দুরভিসন্ধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, যাহার আদেশে, যাহার প্রবঞ্চনায় দস্যুগণ নিশীথ সময়ে তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; এক্ষণে সেই ব্যক্তিই যে তাঁহার জীবন হরণ জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে, ইহা তাঁহার বুঝিতে কালবিলম্ব হইল না। সুতরাং শের আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ করস্থিত শাণিত অসি মুষ্টিমধ্যে দৃঢ় নিবদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ অরাতি শণিতে উহা রঞ্জিত করিতে বিরত থাকিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ শেষরক্ত বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান রহিবে ততক্ষণ অরাতি নিপাতে কাতর হইবে না। শের এইরূপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বীয় বাহুবল ও স্বীয় অস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন ইতিমধ্যে চারিদিকে শাণিত করবাল কোষমুক্ত হইল, শের আর কালবিলম্ব করিলেন না; শের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলেন এবং অমিত বিক্রমে অগ্রসর হইয়া অসির এক আঘাতে এই চক্রান্তের অধিনায়ক কুতুবের উত্তমাঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কেবল সুবাদারকেই বধ করিয়া শের নিবৃত্ত হইলেন না; তিনি শত্রুপক্ষের অপরাপর ব্যক্তির সহিতও সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শের রণস্থলে অলৌকিক বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রু নিপাত করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে পঞ্চ সহস্র অশ্বের অধিনায়ক কাশ্মীর নিবাসী আর-

গেঁ প্রথমে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পর আর চারিজন আমীরও গতাসু হন। শেরের এইরূপ পরাক্রম দর্শনে বিপক্ষ দল যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হইল। তাহারা শেরের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান থাকিতে সাহসী হইল না। কিছু দূর পশ্চাদ্গমন করিয়া তাঁহাকে চক্রাকারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নানা প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে শত্রু দলের নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলি, বাণ শূল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র শেরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ইতিমধ্যে বন্দুকের গুলি তাঁহার অশ্বের ললাটদেশে প্রবিষ্ট হওয়াতে অশ্ববর ভূপতিত হইল। শের প্রিয়তম বাহন বিনাশে যারপর নাই ক্ষুব্ধ হইলেন। অন্যায় আক্রমণে, রীতি বহির্ভূত অস্ত্র নিক্ষেপণে, তিনি ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর তিনি রোষ কষায়িত লোচনে শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রনাদ প্রতিম স্বরে কহিতে লাগিলেনঃ—"কাপুরুষগণ! তোমাদিগকে ধিক্। যদি তোমাদের যথার্থ পৌরুষ থাকে, যদি তোমাদের যথার্থ বীরত্ব সম্মান বর্ত্তমান রহে, যদি তোমরা যথার্থ সমর প্রণালীর তত্ত্বগ্রাহী হও, তাহা হইলে আইস, একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।" কিন্তু কাপুরুষগণ শেরের কথায় কর্ণপাত করিল না। শের ক্রমে আহত হইতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার দেহ অবসন্ন ও তেজস্বিতা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। শের আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। আসন্নকাল জানিয়া ধীরভাবে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, ধীরভাবে পুণ্যভূমি মক্কাভিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, ধীরভাবে স্থানীয় জলের বিরহে ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন, ধীরভাবে নিবাত নিষ্কম্প তরু শ্রেষ্ঠের ন্যায় অচল হইয়া অন্তিমে অনন্ত শক্তির ধ্যান করিতে করিতে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিলেন। একে একে ছয়টী গুলি তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল; একে একে ছয়টী গুলির আঘাতে তাঁহার মর্ম্মস্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। শের আর সহিতে পারিলেন না; অচৈতন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন। তাঁহার চেতনার পুনঃসঞ্চার হইল না! অন্যায় সমরে অতুল পরাক্রমশালি পুরুষসিংহ প্রিয়তমা প্রণয়িনী হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

যতক্ষণ শেরের দেহে প্রাণবায়ু ছিল, ততক্ষণ সাহস করিয়া কোন যোদ্ধা তাঁহার নিকট যাইতে পারে নাই। শত্রুগণ শেরের এই বীরত্বের অনেক প্রশংসা করিল, এবং অনেকে এই বীরত্ব কাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া দেশ বিদেশে প্রচার করিতে লাগিল। বহুযুগ বহুবৎসর হইল শের ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন, বহুযুগ বৎসর হইল, তাঁহার পঞ্চ ভূতাত্মক নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিমিশ্রিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার তুষারাবদাত পবিত্র কীর্ত্তি, কবির মাধুর্য্যময়ী গীতিকায়, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় গ্রথিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত লোকের রসনায় রসনায় লীলা করিয়া বেড়াইতেছে। অনন্তকাল অদীন পরাক্রমে শের বীরেন্দ্র সমাজের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইবেন, এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমর শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

পতির মৃত্যুর পর আনীরুন্নেশা জাহাঙ্গীরের প্রধান রাজমহিষী হইলেন। তিনি অতঃপর নূর জাহান (জগতের আলোক) নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। জাহাঙ্গীর যাবৎ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হইয়া শাসন দণ্ড পরিগণনা করিয়াছিলেন, তাবৎ নূরজহান রাজ্যশাসন সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের যথাসাধ্য সাহায্য করেন। তিনি বাদসাহকে সংযতচিত্ত ও সৎপথানুবর্ত্তী করিতে ত্রুটি করেন নাই। জাহাঙ্গীর প্রিয়তমা মহিষীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশে তৎকালে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রায় তাঁহার নাম নিম্নলিখিত বাক্যের সহিত গ্রথিত করিয়াছিলেনঃ——

"জাহাঙ্গীরের আজ্ঞায় মহারাণী নূর জাহানের নাম প্রভাবে সুবর্ণ শতালঙ্কারে বিভূষিত হইল।"

শ্রীযুত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত।

লর্ড কেনিঙ্ ও তৎসহকারী সভ্যগণ।

——o○o——

ভারতবর্ষের জন্য নূতন গবর্ণর জেনারেলের নিয়োগের সময় অনেক আন্দোলন উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার পর যখন লর্ড ডেলহৌসীর ন্যায় এক জন ক্ষিপ্রকর্ম্মা ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড পরিত্যাগ

করিলেন, তখন তাঁহার উত্তরাধিকারীর স্থিরীকরণ-সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। যিনি আটবৎসর কাল কার্য্য নৈপুণ্যগুণে ভারতবর্ষের রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সংস্করণের সূত্রপাত করিয়াছেলেন, স্থিরতা ও দৃঢ়তার বলে যিনি আপনার প্রবর্ত্তিত নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, কে তাঁহার পদ গ্রহণ করিবেন, এক্ষণে ইহাই সকলের বিচার্য্য হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষীয়গণ সোৎসুক চিত্তে তাহাদের ভাবী শাসনকর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে সংবাদ আসিল, লর্ড পামর্ষ্টোনের একজন মন্ত্রশিষ্য মহারাণীর পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল লর্ড ডেলহৌসীর পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন।

লর্ডক্যানিঙ্ অযোগ্য পাত্র বা অনুদারপ্রকৃতি ছিলেন না। ইটন ও অক্স্ফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সাহিত্য ও গণিতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি যে সময়ে অক্স্ফোর্ডের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, সেই সময়ে গ্লাড্ষ্টোন্, ব্রুস্, ফিলিমোর তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই এক এক সময়ে বৈষয়িক কার্য্যক্ষেত্রে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। ক্যানিঙ্ যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন, তখন তিনি একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের দ্বার তাঁহার নিকট অবারিত ছিল। কিন্তু তিনি বিশিষ্ট সত্বরতার সহিত বৈষ-য়িক কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে অভিলাষী হন নাই। ক্যানিঙের বক্তৃতাশক্তি তাদৃশ তেজস্বিনী ছিল না, তিনি সাধারণতঃ সাতিশয় লজ্জা-শীল ছিলেন। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট্ মহাসভায় যে, তাঁহার ক্ষমতা অধিকতর বিকশিত হইবে, ইহা তিনি প্রথমে অনুধাবন করেন নাই। যাহা হউক; তিনি সংসারে প্রবেশের পথ চির-বিরুদ্ধ রাখিলেন না। কামিনীর কমনীয় হৃদয় আকর্ষণ করিতে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সরলতা, উদারতা ও নম্রতাতে পবিত্র প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ ও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি এক্ষণে এই পবিত্র প্রেমের পবিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩৫ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর চার্লস জন ক্যানিঙ্ সারলোট্ষ্টুয়ার্ট নামে একটী কামিনীর পানিগ্রহণ করেন। এই কামিনী রূপলাবণ্যবতী এবং বিনয়, নম্রতা

প্রভৃতি মানসিক গুণে গরীয়সী ছিলেন। পরিণীত হইবার এক বৎসর পরে ক্যানিঙ্ পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন। কমন্স সভায় তাঁহাকে কিঞ্চিদধিক ছয় সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। ক্যানিঙ্ ইহার পর লর্ড সভায় আসন পরিগ্রহ করেন। প্রায় বিংশতি বৎসর ক্যানিঙ্ লর্ড সভায় অবস্থান করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। ক্যানিঙ্ প্রথমে পররাষ্ট্র বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারীর পদে নিয়োজিত হন। তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনে সন্তুষ্ট ছিলেন; এবং স্বীয় কর্ত্তব্য অতিশয় যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, ক্যানিঙ্ ইহার পর ১৮৪৬ অব্দে ধনবিভাগের প্রধান কমিসনারের পদ গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি মন্ত্রিসভার সভ্য ও পোষ্ট মাষ্টার জেনেরালের পদে অধিষ্ঠিত হন।

এইরূপ কার্য্যকুশল অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের হস্তে

১৮৫৬—১৮৫৬ খৃঃ অব্দ।

লর্ড ডেলহৌসীর পর ভারতবর্ষের শাসন-ভার সমর্পিত হয়। আগষ্টমাসে প্রথম দিনে ইণ্ডিয়া হাউসে ডিরেক্টারদিগের একটী সভা হয়; ক্যানিঙ্ এই সভায় যথারীতি শপথ করিয়া ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দিন অপরাহ্নে তাঁহার সম্মানার্থ একটী সমৃদ্ধ ভোজের অনুষ্ঠান হয়। ইংলণ্ডে ঈদৃশ ভোজ একটী প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনা নীরবে বা বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয় নাই। সেই আগষ্ট মাসের প্রথম দিনে সুপ্রশস্ত গৃহে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া কোম্পানির সভাপতি ইলিয়াট্ ম্যাক্নাটন এই ভোজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। যাহার সম্মান বর্দ্ধন জন্য এই সমৃদ্ধ ভোজের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি নীরবে থাকেন নাই। ক্যানিঙ্ এই ভোজে গম্ভীর স্বরে বিলক্ষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি অকপট চিত্তে অনেক কথা কহিয়াছিলেন, আপনার দায়িত্ব কার্য্যের গুরুত্বের উল্লেখ করিয়া অকপট চিত্তে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এক সময়ে এইরূপ গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে তিনি যে সঙ্কুচিত হইতেন, ইহা স্বীকার করিতে তিনি লজ্জিত নহেন। কিন্তু এক্ষণে কোম্পানির হস্ত হইতে যে ভার গ্রহণ করিয়াছেন

তাহা সম্পন্ন করিতে তিনি প্রত্যেক ঘণ্টা, প্রত্যেক মিনিটে নিজের অধ্যবসায়, চেষ্টা ও মনোযোগ বিধান করিবেন। তিনি ইহার পর সভাপতি ম্যাক্‌নাটনের দিকে ফিরিয়া কহেন, "আপনারা অদ্য ডিরেক্টার সভার সহিত একীভূত হইয়া কার্য্য করিতে আমাকে নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি এই অনুরোধের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি, এবং ইহা কায়মনোবাক্যে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। আমি জানি, আপনারা যে সকল সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, তাঁহারা যেখানেই আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন, সেখানেই সকলে বিশ্বাসের সহিত তাঁহাদের অধীনে কার্য্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রধান ব্যক্তি ও আমার সহযোগিগণের সহানুভূতির উপরেও আমি নির্ভর করিতেছি। কিন্তু সিবিল ও সৈনিক সম্প্রদায় পরস্পর একীভূত হইয়া কার্য্য করিলে আমি সাতিশয় আনন্দ অনুভব করি। রাজকীয় কার্য্যের এই দুটী প্রধান সম্প্রদায় ব্যতীত আমার দেশীয়গণ গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন বিষয় সমধিক গৌরবের সহিত দর্শন করেন কি না, তাহা আমি অবগত নই। এই দুই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং আপনাদের দল হইতে সমর ও শান্তির সময়ে এরূপ কার্য্যকুশল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে পাইলে ইউরোপের যে কোন রাজ্য, আপনাদিগকে সমধিক গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতে পারে। মহাশয়, এই সমস্ত লোক থাকাতেই আপনারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই একটী অতুলনীয় দৃশ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, পঞ্চদশ কোটী লোক একটী সমৃদ্ধিশালী দেশে বৈদেশিকের শাসনে, সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে।"

ইহার পর ক্যানিঙ্‌ পদের গুরুত্ব ও মহত্ত্বের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা কহিয়া এই ভবিষ্যৎ বাণী দ্বারা সকলকে চমকিত করেন, "আমি জানিনা, ভারতবর্ষে কীদৃশ ঘটনার অবির্ভাব হইবে। আমি ভরসা করি, এবং প্রার্থনা করি, আমরা যুদ্ধের শেষ সীমায় উপনীত হইবনা। আমি শান্তিপূর্ণ সময়ে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি ইহা কখনই বিস্মৃত হইবনা যে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অপেক্ষা আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের মঙ্গল অনেকটা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের আকাশ এক্ষণে নির্ম্মল দেখা যাই-

তেছে, কিন্তু তাহাতে এক হস্ত পরিমিত একখণ্ড মেঘের উদয় হইতে পারে। এই মেঘ ক্রমে বর্দ্ধিতায়ন হইয়া অবশেষে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। যাহা একবার সঙ্ঘটিত হইয়াছে; তাহা আবারও সঙ্ঘটিত হইতে পারে। বিরাগের কারণ পরম্পরা ন্যূন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অপসারিত হয় নাই। এক্ষণেও অনেক অসন্তুষ্ট ও অবাধ্য ব্যক্তি আমাদের শাসনাধীনে আছে। আমাদের এখনও এরূপ প্রতিবাদী রহিয়াছে যে, তাহাদের প্রতি আমরা সম্পূর্ণরূপে সতর্কতাশূন্য হইয়া থাকিতে পারিনা, এবং আমাদের সীমান্তভাগও এরূপ অবস্থায় রহিয়াছে যে, সম্ভবতঃ তাহার কোন অংশে কোন সময়ে বিপ্লবের উৎপত্তি হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন করদ রাজ্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় একটী বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শান্তি রক্ষা করা সন্দেহের স্থল। কিন্তু যদিও আমরা এইরূপ শান্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ হই, তথাপি আমরা আমাদের সম্মান, সাধু বিশ্বাস এবং সৎকার্য্যবলে অন্ততঃ সেই শান্তি পাইবার যোগ্য হইতে পারি; কিন্তু যখন এই সমস্তের পরিবর্ত্তে আঘাত দিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, তখন বিশিষ্ট ধীরতা ও বিবেচনার সহিত সেই আঘাত দিতে পারি। এইরূপ সুবিবেচনা পূর্ব্বক আঘাত দিলে দ্বন্দ্ব অবশ্যই অল্পকাল-স্থায়ী হইবে, সেই দ্বন্দ্বের ফলও অনিশ্চিত হইবেনা, কিন্তু আমি সন্তোষের সহিত এই সকল আশঙ্কা হৃদয় হইতে অপসারিত করিতেছি, এবং সন্তোষের সহিত শান্তির সুবিস্তৃত দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছি; ভরসা করি, আমি এই শান্তির রাজ্যে থাকিয়া আপনাদের সানুকুল সহায়তা লাভে সমর্থ হইব।"

যাঁহারা লর্ড ক্যানিঙের পার্লিয়ামেণ্টের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা এই বক্তৃতা শুনিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং মুক্তকণ্ঠে বক্তাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। যে বক্তৃতা ১৮৫৫ অব্দের ১ লা আগষ্ট তাহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অনেক পার্লিয়ামেণ্টের বক্তৃতা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। ইহা যেমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তেমনই ধীরভাবে ও গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক শব্দই শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখ সঞ্চারিত করিয়াছিল, এবং

তাঁহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল। ক্যানিঙ্ আশঙ্কিত হৃদয়ে যে হস্তপরিমিত মেঘের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে মেঘ সত্যই ভারতীয় আকাশে সমুদিত হইয়াছিল, এবং সত্য সত্যই বর্দ্ধিতায়ন হইয়া ব্রিটীষ গবর্ণমেন্টকে সমূহ বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। যাঁহারা ক্যানিঙের এই বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা পরিশেষে এই ভবিষ্যবাণী ফলবতী হইতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং ক্যানিঙের লোকাতীত ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন।

সেই সমৃদ্ধ ভোজের সুসজ্জিত গৃহে, সেই ১ লা আগষ্ট আর একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কয়েকটী কথার উল্লেখ করেন। লর্ড পামর্ষ্টোন ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন মহিমা ও পূর্ব্বতন খ্যাতির কাহিনী বিস্মৃত হন নাই, কিম্বা ভারতবর্ষকে পূর্ব্ব গৌরবান্বিত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি অম্লান বদনে কহিয়াছিলেন; "প্রাচীন সভ্যতা প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে মিসর দিয়া এই দিকে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সেই সময়ে অসভ্য ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমরা সেই সভ্যতার উচ্চতম পদে অধিরূঢ় হইয়া প্রাচীন সভ্যতাজননী ভারতভূমিতে সভ্যতা ও জ্ঞান প্রত্যাবর্ত্তিত করিতেছি, বোধ হয় ভারতবর্ষের অসংখ্য অধিবাসিদিগকে উচ্চতর ও পবিত্রতর বিষয় দান করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিতে পারে।" ইহার পর লর্ড পামর্ষ্টোন ক্যানিঙের ভবিষ্যবাণী বিষয় উল্লেখ করেন এবং কোন স্থানে ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ডের আবির্ভাব হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

কিন্তু যদিও লর্ড ক্যানিঙ্ ইণ্ডিয়া হাউসে যথাবিধি শপথ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং যদিও সাধারণে তাঁহাকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকে, তথাপি তিনি পূর্ব্বের ন্যায় কিছুকাল মন্ত্রিসভার সভ্য ও পোষ্ট্ মাষ্টার জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, লর্ড ক্যানিঙ্ লর্ড ডেলহৌসীর হস্ত হইতে ১৮৫৬ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু শেষে ডেলহৌসী ১ লা মার্চ্চ পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং ক্যানিঙ্‌কে আর কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে হইল। যখন এই অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত হয়, তখন অভিনব গবর্ণর জেনারেল ভাবিয়া ছিলেন, ডেল-

হৌসী অযোধ্যার সম্বন্ধে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ও ভাবী বিপ্লবের আশঙ্কা নিবারণ জন্যই এই বিলম্ব করিতেছেন। ইহাতে ঐ পরিণামদর্শী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিম্বা এই কার্য্য তাঁহার নিকট এরূপ অশ্রদ্ধেয় ও এরূপ দৌরাত্ম্যজনক বোধ হইয়াছিল যে, তিনি উহার কোন কার্য্য স্বয়ং সম্পন্ন করিতে চাহেন নাই। এই উভয় ধারণাই সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিমূলক। অযোধ্যা-গ্রহণ প্রস্তাব, মন্ত্রিসভার প্রস্তাব, এই মন্ত্রিসভার সভ্যপদে অধিষ্ঠিত থাকাতে ক্যানিঙ, এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন। সুতরাং অযোধ্যার সুবন্দোবস্ত করিতে ক্যানিঙ, সবিশেষ উৎসুক ও উৎসাহান্বিত ছিলেন। এই জন্য তিনি ডেলহৌসীর কৃত কালবিলম্বের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু যখন ডেলহৌসীর শেষ পত্র উপস্থিত হইল, এই শেষ পত্রে ক্যানিঙ, যখন অবগত হইলেন, ডেলহৌসী বিশেষ ঘটনার জন্য নয়, প্রত্যুত সাধারণ ঘটনার জন্য কয়েক সপ্তাহ বিলম্ব করিতেছেন, তখন ক্যানিঙ, কোন রূপ আপত্তি করিলেন না; অবিরক্ত ভাবে ডিরেক্টারদিগের সহিত একমত হইলেন।

২১ এ নবেম্বর ক্যানিঙ, স্ত্রীর সমভিব্যাহারে উইণ্ডসরে গমন করেন; এবং মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া ২৩ এ লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই নবেম্বর মাসেই ক্যানিঙ, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। তিনি মিশরের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া জানুয়ারি মধ্যভাগে সুএজে জাহাজ আরোহণ করেন, এবং তথা হইতে এডেনে উপনীত হন। ক্যানিঙ, ১৮৫৬ অব্দের ১৮ জানুয়ারি বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া ব্রিটিষ সিংহের প্রাচ্য সাম্রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করেন। গবর্ণর জেনারেলকে যেরূপ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়, ডেলহৌসীর আদেশানুসারে তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ক্যানিঙের আগমনে বোম্বাই নগরে উৎসব বা আড়ম্বরের কোনও ত্রুটী লক্ষিত হয় নাই। ক্যানিঙ, ২রা ফেব্রুয়ারি ম্যাক্‌নাটনকে লিখিয়াছিলেন, "আমাকে গবর্ণর জেনারেলের ন্যায় সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে ডেলহৌসী আদেশ প্রচার করিয়াছেন; আমিও এই স্থানে সেইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছি। যদিও আমি ইহা পাইতে ইচ্ছা করিনা, অথবা

পাইবার কোন আশা করি না, তথাপি ঈদৃশ আড়ম্বর নিবারণ করিতে কোনরূপ চেষ্টা করি নাই,।" ক্যানিঙ্, বোম্বাই হইতে, মান্দ্রাজে উপস্থিত হন, তাঁহার সহপাঠী বন্ধু লড হারিস এই স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই বন্ধুর গৃহে কয়েক দিন আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিন কলিকাতায় পদার্পণ করেন, এবং সেই দিনই গবর্ণমেণ্ট হাউসে রীতিমত শপথ করিয়া ভারতবর্ষের প্রধান শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

যাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বদেশে যেরূপ অভিমতেরই পরিপোষক হউন না কেন, এবং ভারতবর্ষের কার্য্যের সম্বন্ধে যেরূপ ধারণাই অনুবর্ত্তন করুন না কেন, এখানে আসিয়াই কার্য্যভারে সাতিশয় বিব্রত হইয়া পড়েন। কার্য্যের স্রোতঃ এরূপ তীব্রবেগে, এরূপ অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হয় যে, প্রথমে তাহার গতি মন্দীভূত করা একরূপ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। সময় এই কষ্ট-সাধ্য ব্যাপারের প্রধান উপদেষ্টা। সময়ের ক্ষমতাবলেই এই কষ্টকর কার্য্য ক্রমে সহনীয় হইয়া উঠে। গবর্ণর জেনারেলগণ অপরিচিতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে আসিয়াই একবারে তাহার সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক হন, অপরিচিতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়ের প্রতিকূলে তাঁহাদিগকে অনেকবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বাক্সের পর বাকস প্রতিদিন তাঁহাদের টেবিলে স্থাপিত হইতে থাকে, এবং প্রতি বাকসই অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানের ঘটনাপূর্ণ কাগজ-রাশিতে পরিপূর্ণ থাকে। অভিনব গবর্ণর জেনারেলকে অভিনব স্থানে আসিয়া অভিনব কাগজাদি পরীক্ষাপূর্ব্বক আদেশ প্রচার করিতে হয়। কিন্তু ক্যানিঙ্ এইরূপ কার্য্যপ্রপীড়িত হইয়া হতোদ্যম হন নাই; কিম্বা সমুদয় বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে কখনও ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি ধীরভাবে ও সুবিবেচনা সহকারে কার্য্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং ধীরভাবেও সুবিবেচনা সহকারে সমুদয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নপর হইলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের সুপ্রশস্ত গৃহে ১লা আগষ্ট তাঁহার মুখ হইতে যে সমস্ত মহার্ঘ বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা কেবল কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হয় নাই; অথবা অলীক আড়ম্বরের অলীকভাব সম্পোষণ করে নাই। তিনি অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন, ধীরতাসহকারে আপনার কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধা-

রণ করিয়া তুলিলেন, এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি না বুঝিয়া হঠাৎ কোন কার্য্য করিয়া আপনার হঠকারিতার পরিচয় দিলেন না। তিনি জানিতেন, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক বিষয় জানিবার বাকি রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সমুদয় বিষয় প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে অবগত না হইলে যথারীতি কর্ত্তব্য সম্পাদন দুরূহ হইয়া উঠিবে। সুতরাং ক্যানিঙ, আপনার জ্ঞান প্রশস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি অভিজ্ঞ রাজপুরুষদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন, এবং সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আপনার অভীষ্ট বিষয় জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সমস্ত রাজপুরুষ দেশীয় রাজাদিগের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছেন, এবং যে সমস্ত রাজপুরুষ দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মনোগত ভাব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা ক্যানিঙের বৈষয়িক জ্ঞান সম্প্রসারিত করিতে ত্রুটী করিলেন না। ক্যানিঙ এইরূপে অভিজ্ঞ রাজপুরুষদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যেও অনেকে উপযুক্ত ও সৎপরামর্শদাতা ছিলেন। ইঁহারা দূরদর্শিতাবলে ভারতবর্ষের অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। এই সময়ে জেনারেল জন লো, ডোরিণ, জন পিটার গ্রাণ্ট এবং বার্নেস্ পিকক ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভার সভ্য ছিলেন। এস্থলে প্রথম ব্যক্তির সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। জেনারেল লো কিরূপ রাজনীতিজ্ঞ ও কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, এই পুস্তকের স্থান বিশেষে তাঁহার যে সমস্ত মত পরিগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয়েই উহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। লো তিপ্পান্ন বর্ষকাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তদানীন্তন সময়ে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ লোর বিরুদ্ধে কেবল এই একটী অভিযোগ করিতেন যে, তিনি বয়সের আধিক্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু যদিও লো মেহিদপুরের সংগ্রাম-স্থলে মালকমের পার্শ্বে থাকিয়া আপনার সমরনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদিও যৌবনের অপরিমিত তেজস্বিতা, অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁহাহইতে অপগত হইয়াছিল, যদিও মাধ্যান্দিন সূর্য্যের প্রখর রশ্মি পরিবর্ত্তনশীল সময়ের আক্রমণে কিয়দংশে

হ্রস্বতেজ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার কার্য্যকারিতা একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। লো এক্ষণে তেজস্বী যোদ্ধার ন্যায় কর্ম্মকুশল ও দৈহিক বিক্রমশালী ছিলেন না বটে, কিন্তু রাজনৈতিক উপদেশ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কোন অংশেই অযোগ্যপাত্র ছিলেন না। তিনি সন্ধি-বিগ্রহে উদার মন্ত্রণাদাতা ছিলেন, সুনিয়ম ব্যবস্থাপনে সূক্ষ্মদর্শী উপদেষ্টা ছিলেন, এবং শাসনাধীন রাজ্যের মঙ্গল বিধানে যত্নপর উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের মানসিক ভাব ও তাঁহাদের রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেননা, তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়-গত ভাব বুঝিতে পারিতেন না এবং তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি ন্যায়ের সমান রক্ষা করিয়া ধীরতা ও উদারতার সহিত রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাটনে যত্নপর ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের চক্ষে দেখিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের রসনায় কথা কহিতেন, এবং ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে অনুভব করিতেন। লো ডেলহৌসীর সংহারিণী কার্য্যপ্রণালী ও অনুদার মত দেখিয়া দুঃখে ও আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, এবং আপনি যে রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, যে রাজনৈতিক মতের ক্ষমতা অপ্রতি-হত রাখিতে সুদীর্ঘকাল চেষ্টা পাইয়াছেন এবং যে রাজনৈতিক মত ভারত-বর্ষের প্রকৃত মঙ্গলবিধায়ক বলিয়া দীর্ঘকালের দূরদর্শিতায় অবধারণ করি-য়াছেন, সেই রাজনৈতিক মতের অবনতি ও সেই রাজনৈতিক মতের বিলো-পদশা দেখিয়া তিনি হৃদয়ে যার পর নাই আঘাত পাইয়াছিলেন। লো সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনেই আপনার উদার মত রক্ষা করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন; এবং যথাশক্তি আপনার চেষ্টার শেষ সীমায় উপনীত হই-তেন। কিন্তু ডেলহৌসী স্বীয় অনাশ্রবতা-দোষে সর্ব্বদাই এই উদার মতে তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিতেন; এবং সর্ব্বদাই এই উদারমত পাদদলিত করিয়া আপনার অভ্যস্ত কার্য্যপ্রণালীর প্রবর্ত্তনায় যত্নপর হইতেন। ডেলহৌসী লোর মতে হতাদর হইলেও লোর প্রতি কখনও অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তিনি সর্ব্বদা লোর জরাগ্রস্ত সৌম্য মূর্ত্তিকে যথোচিত সম্মান করি-তেন। কিন্তু হঠকারী শাসন কর্ত্তার কার্য্যকাল শেষ হইল, তিনি অবসর

লইলেন; লর্ড ক্যানিঙ্‌ আসিয়া লোর সৌম্য মূর্ত্তিকে যেমন সম্মান করিতে লাগিলেন, তেমনই তাঁহার উদার মতেরও সমাদর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যে দুইজন সিবিল কর্ম্মচারী এই সময়ে ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য ছিলেন তাঁহাদের একজন ঘটনাক্রমে এবং অপর জন আপনার বৈষয়িক জ্ঞান ও ক্ষমতা-বলে সেই পদে সমাসীন হন। ডোরিণ যদিও ভারতবর্ষের রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে ষড়ধিক ত্রিংশৎবর্ষ যাপন করিয়াছিলেন, এবং যদিও মন্ত্রি-সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন, তথাপি ক্ষমতাশালী বা বহুদর্শী ছিলেন না। তিনি সে সময়ে কোন প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন প্রকারে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন; কিন্তু সে সময়ে রাজস্ব-বিভাগে তাঁহার কোনরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয় নাই, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ছিল, এবং ভারতবর্ষীয় দিগের অবস্থা-সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাও অল্পতর ছিল। তাঁহার কোনরূপ একাগ্রতা ছিলনা, কোনরূপ উৎসাহ ছিলনা, এবং কোনরূপ পটুতা ছিলনা, তিনি কেবল আপনার অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং সন্তুষ্ট থাকি-য়াই আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনোদ্দেশে তাঁহার ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত হইতনা। তিনি ডেলহৌসীর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির সমর্থন করিতেন; তাঁহার বহুসংখ্য মিনিট কেবল এইরূপ সমর্থনের অনুচিত যুক্তিতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অনুদার রাজনীতির সমর্থন ভিন্ন তাঁহা কর্ত্তৃক রাজ্যের মঙ্গল সাধনোপযোগী কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই; বহুদর্শিতা বা সহানুভূতি তাঁহাকে সুপথ দেখাইবার জন্য আলোকবর্ত্তীস্বরূপ হয় নাই।

জন্ পিটার গ্রাণ্টের কার্য্য-কাল ত্রিংশৎ বর্ষ হইয়াছিল; যদিও তিনি তাঁহার সিবিলিয়ান সহযোগী অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি তাঁহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা অসাধারণ ছিল। তিনি সেই সময়ে কোম্পানীর একজন উৎকৃষ্ট ও যোগ্যতম কর্ম্মচারী ছিলেন। কোন তরুণবয়স্ক সিবিল কর্ম্মচারী জন্ গ্রাণ্টের ন্যায় পটুতা ও দক্ষতা সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন নাই। জন্ গ্রাণ্ট নিজের ধারণা ও নিজের বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন;

তিনি অনেক সময়ে ডেলহৌসীর কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন, এবং অনেক সময়ে তাহার বিরুদ্ধেও স্বাভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সরল ও সুগম ছিল, তিনি অবলীলায় আপনার কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিতেন, এবং অবলীলায় সেই পথ অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। গ্রাণ্ট্ স্বাধীনভাবে কোন স্বাধীন মত প্রকাশের অবসর অধিক অল্পই পাইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয় লোকদিগের সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান তাদৃশ সম্প্রসারিত ছিল না। তাঁহার কার্য্য প্রধানতঃ কাগজ-পত্র লেখাতেই পর্য্যবসিত হইতনা। সর্ব্বদা মিনিট লিখিয়া ও গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কাগজাদির আন্দোলন করিয়া তিনি এমন পরিপক্ক হইয়া ছিলেন যে, যদি কাগজরাশির মধ্যে কোনরূপ ভুল থাকিত, এবং তন্নিবন্ধন যদি গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব-সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতিতে ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহাহইলে তিনি সেই কাগজরাশি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ভ্রম অপসারিত করিয়া দিতেন। গ্রাণ্ট্ লর্ড ডেলহৌসীর শাসন-কালের শেষাংশে মন্ত্রিসভায় সভ্যের আসন পরিগ্রহ করেন। তিনি নির্ভয়ে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনার অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেন; তিনি যে সমস্ত মিনিট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদয় তদানীন্তন সময়ে গবর্ণমেণ্ট-সংক্রান্ত প্রথম শ্রেণীর কাগজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাঁহার মিনেটে যুক্তিপ্রণালী সুব্যবস্থিত থাকিত, স্বাভিপ্রায় পরিষ্কৃত রূপে অভিব্যক্ত হইত, এবং স্থানে স্থানে গভীর রসিকতা ও স্থানে স্থানে গভীর শ্লেষদ্বারা সমলঙ্কৃত থাকিত। স্থূলতঃ জন্ গ্রাণ্ট্ মনস্বী ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, যদিও এই উদারতা রাজনৈতিক চাতুরীতে সময়ে সময়ে ব্যাহত, হইতত থাপি তাঁহার উদ্দেশ্যের সাধুতা ও তাঁহার জীবনের পবিত্রতার সম্বন্ধে কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিত না।

বার্ণেস পিকক্ ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। আইন প্রণয়ন ও আইন ব্যবস্থাপনেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। তিনি সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণও প্রশস্ত ছিল। বিখ্যাত ওকেলের বিচার-সময়ে পিককের আইনাভিজ্ঞতা প্রথমে পরিস্ফুট হয়। তিনি এই অভিজ্ঞতার বলে ভারতবর্ষে ব্যবস্থাসচিবের আসনে সমাসীন হন কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ও ব্যবহার-পদ্ধতি তাঁহার অল্প পরিজ্ঞাত থাকাতে তিনি সকল

বিষয় ইংরেজী প্রণালী অনুসারেই সম্পন্ন করিতে সমুদ্যত হইতেন; ইংলণ্ডীয় পদ্ধতি ও ইংলণ্ডীয় রীতি যে ভারতবর্ষে সম্যক্ প্রয়োজিত হয় না, ইহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের অনুসাশন, ইহাদের ব্যবহার-প্রণালী এবং ইহাদের লৌকিক-ক্রিয়া পরস্পর ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং ইংরেজী সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া কোন-রূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে উহা সকল সময়ে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপযোগী হইতে পারে না। পিককের অভিপ্রায় স্থল বিশেষ ভারতবর্ষীয়-দিগকে এইরূপ অনুপযুক্ত রূপে সংস্কৃত করিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হইত। কিন্তু পিককের উৎসাহ ও কার্য্যক্ষমতা প্রবল ছিল। তিনি উৎসাহকার কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন, এবং স্বীয় ক্ষমতাগুণে স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া তুলিতেন।

এইরূপ সহযোগিদিগের সহিত মিলিত হইয়া ক্যানিঙ্ ভারতবর্ষ-শাসনে প্রবৃত্ত হন। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, তদানীন্তন সময়ে মন্ত্রি-সভা নিরবচ্ছিন্ন অপদার্থ বা অকর্ম্মণ্য লোকে সংগঠিত হয় নাই। জেনারেল লোর ন্যায় ব্যক্তি মন্ত্রি-সভায় অধিষ্ঠিত থাকাতে সভা অনেক পরিমাণে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। যদিও লো মান্দ্রাজ সৈনিক দলের একজন প্রাচীন সৈনিক পুরুষ ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অভি-জ্ঞতা অতুলনীয় ছিল, ঈদৃশ বহুগুণান্বিত সহযোগী ক্যানিঙের অনুচিত মন্ত্রণা-দাতা ছিলেন না। ক্যানিঙ্ যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন জর্জ্জ আন্-সন ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। জর্জ্জ আনসন্ ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হওয়াতে ভারবর্ষীয় ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সকলেই সাতিশয় বিস্ময় প্র-কাশ করিয়া ছিলেন; যেহেতু তাঁহারা সেনাপতি আন্সনে কোন অসাধারণ সৈনিক গুণ দেখিতে পান নাই। যাহাহউক; আন্সন বৃদ্ধ বা কার্য্যাক্ষম ছিলেন না। তিনি সৈনিক দলের শৃঙ্খলা বিধান করিতে পারিতেন, অশ্বা-রোহণে বহুদূর পর্য্যটন করিতে পারিতেন, এবং আপনার কর্ত্তব্য-পথ আপনি নির্দ্দেশ করিয়া লইতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু আন্সনের দেহলক্ষ্মী ক্ষীণ ও কিয়ৎ পরিমাণে নিষ্প্রভ ছিল। আনসন্ শালপ্রাংশু মহাভুজ ছিলেন না; বিরাট মূর্ত্তির অনুরূপ কোন ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যঃ তাঁহার দেহে পরিলক্ষিত হইত

না। তিনি কৃশ ছিলেন। এই কৃশ শরীরও কার্য্যক্ষমতা ও বীর্য্যবত্তার অবলম্বন ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের জলবায়ু অনেক সময়ে বৈদেশিকের শরীরে সহনীয় হয় না; ঋতুপরিবর্ত্তনে অনেক সময়ে তাঁহাদের দৈহিক স্বাস্থ্যেরও পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। ১৮৫৬ অব্দের গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের জলবায়ু আন্‌সনের দেহে এরূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল যে, লর্ড ক্যানিঙ্‌ অনেক বার বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার সৈনিক সহযোগী ক্রমেই কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হইতেছেন, এবং ক্রমেই দৈহিক বীর্য ও তেজস্বিতা তাঁহা হইতে অন্তর্দ্ধান করিতেছে।

এই সময়ে দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের ক্ষমতা পরস্পর সীমাবদ্ধ বা সুব্যবস্থিত ছিল না। সুতরাং যখন উভয় বিভাগের প্রধানতম কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিতেন, তখন উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত। ঘটনাক্রমে এই সময়ে গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির মধ্যে বৈষয়িক কার্য্য-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা সংঘটিত হয়। কিন্তু ইহাতে ব্যক্তিগত বিবাদের সূত্রপাত হয় নাই। লর্ড ক্যানিঙ্‌ ও জেনারেল আনসন, উভয়েই পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ক্রমে এ বিষয় সংবাদ-পত্রে অতিরঞ্জিত হইয়া তীব্রভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল; এই আন্দোলন কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ রহিল না, ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে চমকিত করিয়া তুলিল। ইংলণ্ডীয়গণ ভাবিলেন, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির মধ্যে অবশ্যই বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানতম দেওয়ানী কর্ম্মচারী লিখিলেন, যদিও কেবল একটী বিশেষ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য হইয়াছে, তথাপি সৈনিক-প্রধানের সৌম্য প্রকৃতি এরূপ মনোহারিণী এবং তিনি এরূপ পবিত্র স্বভাবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে, তাঁহার সহিত কখনও বিবাদ হওয়া সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, ঈদৃশ অনৈক্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা বা সম্মান ন্যূনতর হয় নাই। যখন আনসন্ সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যাদি পরিদর্শন মানসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন, তখন তিনি গবর্ণর জেনারেলের সহৃদয়তায় মোহিত হইয়াছিলেন, এবং গবর্ণর জেনারেলের সৌহার্দ্দ ও সৌজন্যে সম্বর্দ্ধিত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন। ঈদৃশ সৌহার্দ্দ ও ঈদৃশ সৌজন্যের বিষয় কখনও তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হয় নাই।

গবর্ণর জেনারেলের তিনজন সেক্রেটরির মধ্যে সিসিল বীড়ন হোম ডিপার্টমেণ্টে, এডমোনষ্টোন্ পররাষ্ট্র বিভাগে এবং কর্নেল বার্চ্চ সৈনিক বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম দুইজন সূক্ষ্মদর্শী ও কার্য্যকুশল ছিলেন। তাঁহারা যে যে বিভাগের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, সে সে বিভাগের সমুদয় বিষয় তাঁহাদের অভ্যস্ত ছিল। ক্যানিঙ এই সকল কর্ম্মচারীর অধিনায়ক হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং এই সকল কর্ম্মচারীর সাহায্যে সুবিস্তৃত ভারত সম্রাজ্যের পরিচালনে মনোনিবেশ করেন।

ব্যবস্থাপক সভা এই সময়ে সাত জন সভ্যে সংগঠিত হইয়াছিল। ডোরিণ ইহার সহকারী সভাপতি ছিলেন; ইলিয়াট মান্দ্রাজের লিগেইট বোম্বাইর, কারি বাঙ্গলার এবং হারিংটন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি ও সার আর্থর বুলারও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন, এই সকল সভ্যদিগের মধ্যে কেহ বা উদার মত কেহ বা ডেলহৌসীর অবলম্বিত সঙ্কীর্ণ মতের অনুবর্ত্তন করিতেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত।

দারজিলিঙ্গ।

ঐতিহাসিক বিবরণ।

আমরা এই পরিচ্ছেদে দারজিলিঙ্গের আধুনিক বৃটিশাধিকার এবং তদীয় পুরাবৃত্ত বিবরণ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম। সকলেই অবগত আছেন যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশি সংগ্রামান্তে বঙ্গ, বিহার এবং উৎকল তিন রাজ্যই ব্রিটিশাধিকার ভুক্ত হয়। কিন্তু দক্ষিণ হিমালয় প্রদেশস্থ স্থানগুলি এবং মোরং বা তরাই অঞ্চল, অথবা বর্ত্তমান দারজিলিং বিভাগ তৎকালে তাঁহাদের অধিকার ভুক্ত হয় নাই। রংপুর এবং পূর্ণিয়া বিভাগের উত্তর প্রান্তই তৎ সময়ের সীমান্ত ছিল। ইতিপূর্ব্বে দারজিলিঙ্গ পর্ব্বতবিভাগ এবং তরাই বা মোরঙ্গ

উপবিভাগ উভয়ই শিকিমপতির রাজছত্রাধীন ছিল। ফলিতার্থে খৃষ্টাব্দের ১৮১৪ হইতেই ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট ও শিকিম রাজ্যের পরস্পর সাক্ষাৎ রাজনৈতিক সম্বন্ধের সংঘটনা হয়। কেবল নেপাল রাজ্যের ঘটনাবলি সংস্পর্শেই ইহার সূত্রপাত হয়। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ স্বাধীনজীবী গুরখা জাতি নেপালের নিওয়া রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করায়, তিনি ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হয়েন। তৎকালে বঙ্গীয় শীর্ষক স্থানে (লর্ড ক্লাইবের অব্যবহিত কাল পরেই) মেঃ ভেরিলেষ্ট বাহাদুর গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সভাসদদিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, বাঙ্গলা ও নেপাল রাজ্যে পরস্পর যে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত আছে, এবং যদ্দ্বারা তিব্বৎ ও চীন দেশীয় বাণিজ্যেরও অনেক সুবিধান সাধন হইতেছে, এই বিপ্লবে তাহার অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা। অতএব, রাজার অনুনয় তিনি গ্রহ্য করিলেন। তাঁহার আদেশে কাপ্তান কিন্‌লক অনেক গুলি সৈন্য সামন্ত সহিত যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু স্থানীয় অস্বাস্থ্যতাঁনিবন্ধন এবং অহার্য্য দ্রব্যাদির অসংস্থান জন্য তিনি কৃতকার্য্য হয়েন নাই। সুতরাং গুরখাধিপতি পৃথ্বীনারায়ণ এই সময়ে নেপালাধিকার করত তদনুসঙ্গে ১৮০০০ সৈন্যসহ দক্ষিণে ত্রিহুত, শারণ এবং উত্তরে হিমালয়-প্রান্ত, তিব্বৎ ও চীনের সীমান্তাংশ পর্য্যন্ত স্বীয় করায়ত্ত করেন। এই দিগ্বিজয় চক্রে শিকিম রাজ্যও নিপতিত হয়। তরাই বিভাগও নেপালী সৈন্য অধিকার করে। এই বিজয়ের পূর্ব্ব সীমা তিস্তা এবং পশ্চিম সীমা বালাসন। তদনন্তর, ১৭৮৭ খৃষ্ট শকে নেপালে ও শিকিমে যুদ্ধ হয়। কিঞ্চিনঝঙ্গা-শৃঙ্গ-সন্নিকট শিকিম সৈন্যেরা বিশেষ প্রতিবাধেচ্ছু হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে না। শিকিমপতি ত্রিস্রোতা নদীর বাম পারে পলায়নপর হয়েন। ফলতঃ কিছু দিনান্তে নেপাল-সৈন্য শিকিম পরিত্যাগ করে। পৃথ্বীনারায়ণ অনেক লোমহর্ষণ কার্য্য দ্বারা মহা কলঙ্কিত হয়েন। পরে দিলাই লামা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে চৈনিক সৈন্য-সাহায্যে গুরখাদিগকে চীনসীমান্ত হইতে দূরীভূত করে। ব্রিটিশ-সিংহও শিকমকে তরাইভাগ প্রত্যর্পণ জন্য অনেক যত্ন ও প্রয়াস করেন, কিন্তু কোনরূপেই প্রথমতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষ লর্ড ময়রা অর্থাৎ মার্কিস অব হেষ্টিংস বাহাদুর ১৮১৪ খৃঃ নেপালের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার

প্রধান সেনানী সার্ ডেভিড্ অক্টরলনি ছিলেন। ক্রমান্বয়ে দুই যুদ্ধের অবসানে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নেপাল রাজ্যের সহিত সন্ধি স্থাপন হয় এবং তাহাতে মোরং ব্রিটিশকরে অর্পিত হয়। ব্রিটিশ রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উক্ত মোরঙ্গ বা তরাই শিকিম রাজাকে অর্পণ এবং শিকিম পতিকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত করেন। উভয় শিকিম ও ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের পরস্পর সখ্যতাই ইহার মূলী-ভূত কারণ।

এইরূপ সৌহৃদ্য ভাবের বন্ধনী দিন ২ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এ কথাও উল্লেখ প্রয়োজন যে, যদ্যপি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট শিকিম রাজ্যকে নেপালের লোলুপ হস্ত হইতে বিমুক্ত না করিতেন, তাহা হইলে অদ্যাপিও শিকিম সাম্রাজ্য পূর্ব্ববৎ অধীন থাকিত। যাহাহউক, ১৮১৭ অব্দ হইতে ২৮২৮ খৃষ্ট শকাবধি ব্রিটিশরাজ্য শিকিম রাষ্ট্র প্রতি কোনরূপ হস্ত ক্ষেপণ করেন নাই। তদনন্তর লেপচা ও নেপালী অধিবাসীদিগের পরস্পর সীমান্ত লইয়া বিবাদ হইতে থাকে। লেপচা অর্থাৎ শিকিম রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ-ভারত-গবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ স্বীকার করত চিরন্তন কলহের অপনয়ার্থ সচেষ্টিত হয়েন। এই সময়ে কাপ্তান জর্জ উইলিয়ম এলমার লয়েড সাহেব তেঁতুলীয়া মোকা-মের সৈন্য-শিবিরাধ্যক্ষ ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এই সুদক্ষ যোদ্ধা এবং মালদহ জেলাস্থ গবর্ণমেণ্ট কমরশিয়াল (বণিক) রেজিডেণ্ট বৈজ্ঞানিক মেঃ জে ডবলিউ গ্রাণ্ট সাহেবের প্রতি উক্ত সীমান্ত বিবাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে মীমাংসার ভার ন্যস্ত করেন। তাঁহারা বিবাদের অপনয় করত প্রত্যাগত হইয়া দার-জিলিঙ্গের অত্যুৎকৃষ্ট জলবায়ুর গুণ ও শিকিম ও লেপচা জাতির বিবরণ তৎ-কালীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের সমীপে বিশেষ বর্ণনা করেন। রিপোর্ট প্রাপ্তান্তে এই মহোদয় এবং তদীয় উত্তরাসন লর্ড অক্ল্যাণ্ড উভয়েই এইরূপ স্থান স্বাস্থ্যবিধানের (Sanatarium) বিশেষ উপ-যোগী তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করেন। তৎপর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শিকিমপতি-সমীপে, দারজিলিঙ্গ পর্ব্বতস্থলটী মূল্য গ্রহণে, অথবা বিনিময়ে ব্রিটিশ-গবর্ণ-মেণ্টকে অর্পণার্থ বিশেষরূপ প্রস্তাবনা হয়। পুনরায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যসীমা লইয়া নেপাল শিকিমে বিবাদারম্ভ হয়। মেজর লয়েড সাহেব গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের প্রতিনিধি স্বরূপ উক্ত বিবাদ মীমাংসার্থ নিযুক্ত হয়েন। এই

সময়েও শিকিমপতিসমীপে প্রস্তাব করা হয়, দারজিলিঙ্গ ব্রিটিশ-রাজ্যভুক্ত করিতে হইবে। রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া প্রার্থনা করেন যে, দেবগ্রাম (যাহাকে আজ কাল সাধারণতঃ "ডাবগাঁ" বলে এবং যাহার প্রধান স্থান শিলিগুড়ি) তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, কিন্তু মেজর লয়েড গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে তাহাতে অস্বীকৃত হয়েন, কারণ তিনি বলেন, দেবগ্রাম জলপাই-গুড়ির রাজাকে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাহউক, পরে শিকিমপতি কি করেন, সখ্যতা ও কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ অব্যবস্থা রূপে (Unconditionally) নিম্ন লিখিত নিদর্শনপত্র (দলিল) প্রদান করত দারজিলিঙ্গ পার্ব্বতীয়াংশ প্রদান করেন।

"নিদর্শনপত্র ২৯ মাঘ সম্বৎ ১৮৯১। খৃষ্টাব্দ ১৮৩৫ ১লা ফেব্রুয়ারি।"

"দারজিলিঙ্গের জলবায়ু শীতাক্ত বিধায় গবর্ণর জেনারেল দারজিলিঙ্গ পর্ব্বতাধিকারেচ্ছু হইয়াছেন। কারণ, তন্নিবন্ধন তদীয় গবর্ণমেণ্টাধীন কর্ম্ম-চারিগণ পীড়িতাবস্থায় ক্লিষ্ট হইলে পর্ব্বতাশ্রয়ে বা বাসে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে, এতাবতায় আমি ডেজং রাজা (শিকিমপতি রাজা) উল্লিখিত গবর্ণর জেনারেলের সহিত সখ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এত-দ্দ্বারা দারজিলিঙ্গ অর্থাৎ বড় রংনীত অর্থাৎ রংগীত নদীর দক্ষিণ; কালিয়াল, রুষী (=বালাশন) এবং ছোট রংনীত (রংগীত) নদীর পূর্ব্ব; রঙ্গন্ =রংনায়ু নদী এবং মহানন্দা নদের পশ্চিম অংশ বিনির্ণীত ভূমিখণ্ড প্রদান করিলাম।" ডাক্তার হুকার বলেন যে, শিকিমরাজ এইরূপ ভূমিখণ্ড দান করিলে প্রতিদানস্বরূপ ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বার্ষিক ৩০০০ সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হয়েন এবং তৎপর ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ডাক্তার ক্যাম্বেল তাহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হয়েন। যাহাহউক, এই সময়ে বর্ত্তমান তরাইয়ে নেপালীদিগের আর কোন প্রভুত্ব ছিল না, বিগত সন্ধি দ্বারা লেপচা ও নেপালীদিগের বিবাদ বিসম্বাদের সম্পূর্ণ অপনয় হইয়াছিল। মেজর লয়েড তৎপর শিলিগুড়ি হইতে পাংখাবাড়ী হইয়া দারজিলিঙ্গে যাতায়াত জন্য একটী পথ নির্ম্মাণ করেন। পূর্ণিয়া জেলার সীমান্ত প্রদেশ হইতেও বর্ত্তমান নক্সর-বাড়ী হইয়া পাংখাবাড়ী পর্য্যন্ত অপর একটী বর্ত্ম ও প্রস্তুত হয়। এই রাস্তার সহিত পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী পরিচালিত রাজবর্ত্মের বিশেষ সংযোগ ছিল। এই পথাদি এক্ষণেও সংস্কৃত হয়। এ কথাও বলা আবশ্যক, বর্ত্তমান

ক্যাড়াগোলা ও দারজিলিঙ্গ বৃহৎ বর্ত্ম টী সাময়িক উপযোগীতা বশতঃ পরে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হওয়ায়, দারজিলিঙ্গ ও কলিকাতা ত্রিংশৎ ঘণ্টার পথ, হইয়াছে। ট্রামওয়ের কার্য্য শেষ হইলে আরও যে অপেক্ষাকৃত কত ন্যূন সময়ে উভয় রাজধানীতে গতায়াত হইবে তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। ফলতঃ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দাবধি দারজিলিং ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়। শেষ অব্দে মেজর লয়েড নেপাল-ভূপতি শ্রী প্রবন রাজের সহিত বন্ধুতা ও কৌশল-প্রকরণে বালাশন ও ছোট রঙ্গিত নদী দ্বয়ের পশ্চিম ভাগ ও মেচী নদীর পূর্ব্ব ভাগাস্ত ভূমি প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়েই লয়েড সাহেব দারজিলিঙ্গে সৈনিক শিবির সংস্থাপন করেন এবং তদানুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় ভূমি বন্দোবস্ত, বিচারালয় স্থাপন এবং অপরাপর উন্নতিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। প্রকৃতার্থে মেজর লয়েড সাহাবের উদ্যোগ ও যত্নেই এই অত্যুৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদ পর্ব্বত চূড়াবলম্বী জনপদ বর্ত্তমান সুখসম্পদের আস্পদ হইয়াছে। ইহা মেজর লয়েড মহোদয়ের একটী মহৎ কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছে। এতদনন্তর মেজর লয়েড সাহেব ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে দারজিলিঙ্গ পরিত্যাগ করত দানাপুর প্রদেশে রাজকার্য্যে প্রেরিত হয়েন। তাহার পর, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহাবসানে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া তাঁহার প্রিয় স্থান দারজিলিঙ্গে প্রত্যাগমন করেন। তথায়ই ৭৬ বৎসর বয়সে ১৮৫৬ সালে ৪ ঠা জুন দিবসে মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং তিনি অতি সমারোহে সমাধিস্থ হয়েন। তৎপরে কাটমুণ্ড (নেপাল রাজধানী কাটমাড়) নগরী হইতে ডাক্তার ক্যাম্বেল সাহেব দারজিলিঙ্গের প্রথম সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হয়েন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সকল প্রকার কার্য্যো-পযোগী (দেওয়ানী ফৌজদারি প্রভৃতি) অসীম ক্ষমতা প্রদান করেন। এই সময়েই আদালত-ব্যবহৃত ভাষা হিন্দি প্রচলিত হয়। লয়েড সাহেব যে কয়েক বৎসর কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ থাকেন, তখন লেপচাই আদা-লতের ভাষা ছিল।

এই রূপে ডাক্তার ক্যাম্বেল সাহেব ৮ বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ এবং দারজিলিঙ্গের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ যাত্নিক থাকেন। ডাঃ ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, তদনুসারে আপন স্বেচ্ছা ও

যুক্তিমতে ভূম্যাদির বন্দোবস্ত এবং কর নিরূপণ করিলেন। দারজিলিঙ্গে ইউরোপীয় ও দেশীয় বণিক ও ব্যবসায়ী লোকে সহসা আগমন করিয়া স্থানের উন্নতি করিতে পারে এইরূপ বন্দোবস্তই তাহার মূল। ইতি মধ্যে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার (এক্ষণে সার উপাধি পাইয়াছেন) জোজেফ হুকার নামীয় এক সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক ইংলণ্ড হইতে আগমন করেন। পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা ও তাহার উন্নতি চেষ্টাই তাঁহার মূলোদ্দেশ্য। তিনি ও ডাক্তার ক্যাম্বেল উভয়ে শিকিমপতির অনুমত্যানুসারে উক্ত অব্দের প্রারম্ভে হিমালয় প্রদেশের উদ্ভিদ্, লতা, গুল্ম, বনস্পতি এবং ওষধি লতাদির পর্য্যবেক্ষণ এবং গবেষণার্থ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। রাজ-নৈতিক কার্য্যকুশলতাও অপর এক উদ্দেশ্য ছিল বলিতে হইবে। এই সময়ে লার্ড ডেলহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যখন নেপাল ও ব্রিটিশরাজ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপনা হয়, তাহাতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে, তথায় এক ব্রিটিশ রেজিডেণ্ট নিয়মিত রূপে থাকিবে। সুতরাং নেপালরাজ্য হইয়া কোন ইয়ুরোপীয় হিমালয় প্রদেশ ভ্রমণেচ্ছায় গমন করিলে কোন প্রতিবন্ধকতা পাইবে না। ইহাঁরা উভয়ে দারজিলিঙ্গের পশ্চিম উত্তর বিভাগ প্রথমতঃ পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। নেপালরাজ বা তাঁহার প্রধান অমাত্য জংবাহাদুর প্রথমে কিছু আপত্তি করেন বটে, ফলতঃ তাহার অপনোদন অতি শীঘ্রই হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে তাঁহারা শিকিমাধিকারে উপস্থিত হন। প্রথমাগমনে তাঁহারা স্থানে২ শিকিম টুঙ্গী বা কাজীদিগের নিকট আশানুরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হয়েন। তৎপর স্থানে ২ সময় বিশেষে সম্ভাষণের ত্রুটি ও শৈথিল্যও দৃষ্টিপথারূঢ় হইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রকাশ হইল যে, শিংটাম সুভা এবং গাঙ্গট কাজি উভয়ে ষড়জাল করত তাঁহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেছে, তাঁহারা কি করেন, কোন প্রতিকারোপায় না দেখিয়া তৎপর ক্রমশঃ শিকিম-রাজধানীর সন্নিকট-বর্ত্তী হইলেন; উল্লিখিত শিংটাম সুভা এবং গাঙ্গট কাজির কুচক্রে ডাক্তার ক্যাম্বেল এবং ডাক্তার হুকার বন্দী হয়েন! এবম্বিধ ব্যবহারে ইহঁারা জীবনা-শায়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। প্রায় তিন মাস এই অবস্থায় থাকেন। বন্দি-অবস্থায় তাঁহাদিগর নিকট উক্ত সুভা এবং কাজি ব্যপদেশে এরূপ প্রস্তাব করেন যে, ডাঃ ক্যাম্বেলকে শিকিমরাজ-প্রেরিত লাশো কাজিকে উকীল

বলিয়া গ্রহণ ও শিকিমের প্রচলিত দাসত্ব (গোলামি) প্রথা পূর্ব্ব নিয়মে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। নেপাল ও শিকিম রাজ্যাভ্যন্তরে বিবাদীয় ভূমিসীমা নূতন স্থবন্দোবস্ত করিতে হইবে। পরন্তু, বাণিজ্য ব্যবসায় সম্বন্ধীয় যে কোন বিজ্ঞাপনী হইবে, তাহা শিকিম দেওয়ান সাহেবের অনভিপ্রায়ে সম্পাদিত হইতে পারিবে না, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ডাক্তার ক্যাম্বেল সাহেবের ন্যায় ধাতুর লোক কখনই এ প্রকার নীতিবিরুদ্ধ কাপুরুষত্ব বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন নাই। কুচক্রীরা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করে যে, ডাক্তার হুকার সাহেবের প্রতি তাহাদের কোন অসদাচরণ করিতে বাসনা নাই, কিন্তু ডাক্তার ক্যাম্বেল তাহাদিগের শত্রু! তাহাকে নির্যাতন ও অপমান করাই তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য! কি মূর্খতা ও অবিমৃষ্যকারিতা !!!

রাজা এ বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন না। নিরবচ্ছিন্ন দেওয়ান শিংটামেরই এই সমস্ত চক্র এবং অভিসন্ধি। ক্রমশঃ এই সমস্ত ঘটনাবলি রাজার কর্ণগোচর হয়। তিনি তাহাতে অত্যন্ত ভীত হয়েন। এ দিকে ডাক্তার হুকারের অনেক যত্ন ও চেষ্টাসহকারে দারজিলিঙ্গে এই সংবাদ প্রেরিত হইলে, সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত হইয়া শিকিমাভিমুখে যাত্রা করে। ফলতঃ কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় না। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে শিকিমপতি স্বাস্থ্য-বিধানার্থ যে ভূমিখণ্ড ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়া তাহার ক্ষতি পূরণার্থ প্রথমতঃ বার্ষিক ৩০০০ সহস্র, তৎপরে বৃদ্ধিকৃত বার্ষিক যে ৬০০০৲ মুদ্রা ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতে উচ্ছেদিত হয়েন এবং রুমান নদীর দক্ষিণ ও ছোট রঙ্গিতের পশ্চিম ভূভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। রাজা তাঁহাদিগের উভয়কে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মুক্তি প্রদান এবং যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর ক্ষমা প্রার্থনা করত উপঢৌকন দ্বারা দারজিলিঙ্গে প্রেরণ করেন। উক্ত দেওয়ান তিব্বতবাসী ছিল। রাজা তাহাকে কৃতাপরাধ জন্য যৎপরোনাস্তি দণ্ডবিধান করিয়া অবশেষে কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন দ্বারা তিব্বতে তাড়িত করেন। ফলতঃ ইনি ইংরাজদিগের এক জন বিষম শত্রু হইয়া থাকিলেন। শিকিম-পতিকে এতজ্জন্য আর কোন শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু উল্লিখিত খৃষ্টাব্দে (১৮৫০ জানুয়ারি) শিকিমের তরাই অঞ্চল ইংরাজাধিকার হইল। তজ্জন্য তিনি ব্রিটিশ-ভারত-কোষাগার

হইতে বার্ষিক ৩,০০০ তিন সহস্র মুদ্রা পাইবেন, এরূপ নির্দ্ধারিত হইল। শিকিমপতি যে নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন এবং তরাই হইতে অতি সামান্য কর প্রাপ্ত হইতেন, তাহা নিম্নলিখিত কৌতুকাবহ বিষয়েই প্রকাশিত হইবে। তরাই অঞ্চল কেবল চারি জন পুলিশ সৈন্য অপ্রতিহতভাবে অধিকার করে, তৎকালে তরাই কোষাগারে (ফাঁশিদেওয়া আদালতে) (৬) ষষ্ঠ মুদ্রামাত্র অর্থ সঞ্চিত ছিল। এই নবাধিকার দ্বারা বড় রঙ্গিত হইতে সমগ্র তরাই এবং নেপালের পশ্চিম সীমা মেচী নদীর পূর্ব্ব পার হইতে ভোটান্তের সীমান্ত প্রদেশ তিস্তার পশ্চিম কূলাবধি সমস্ত বিভাগই ব্রিটিশ করগত হয়। তৎ-পরে ডাক্তার ক্যাম্বেল পূর্ব্ব রীত্যনুসারে চৌধুরী বা মণ্ডলদিগের দ্বারা রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং আদায় করিতে লাগিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তরাইয়ের ভূমি (১০) দশ বৎসর নিয়মে বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এই মণ্ডলদিগের প্রতি কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী কার্য্যভার অর্পিত হয় নাই। ক্রমান্বয়ে কার্য্যোপযোগী অনেক বিষয়ের স্থিরতা হইল। গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৪ সালে গ্রামণী প্রথা পরি-বর্ত্তে একটী বিচারালয় ফাঁশিদেওয়া মোকামে সংস্থাপন করিলেন। দিন ২ তরাই অঞ্চলের নানাবিধ উন্নতি, যথা—পথাদি, বিদ্যালয়, বিচারের সুশৃঙ্খলা ইত্যাদির প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ পতিত হইল। আমরা চতুর্থ পরি-চ্ছেদে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ করিয়াছি। এখানে তৎ বিষয়ের উল্লেখ দ্বিরুক্তি মাত্র। এই সময় হইতে পার্ব্বতীয় বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ হয়। এবং ডাক্তার ক্যাম্বেল সাহেব তেঁতুলিয়া মোকামে একটী বার্ষিক শীতকালীয় মেলা সংস্থাপন করেন। অনেক স্থানে 'মিসন' পাদরি সাহেবদিগের পাঠশালাও স্থাপিত হইতে লাগিল।

এইরূপে দারজিলিঙ্গের সাময়িক প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। শিক্ষালস্থ নূতন সৈন্যশিবিরাদি নির্ম্মিত, হাট বাজার সংস্থাপিত ও আপণিকদিগকে গৃহাদি প্রদত্ত হইল। আবশ্যক মত জঙ্গলাদি পরিষ্কার হইতে লাগিল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দ হইতেই গবর্ণমেণ্ট চা আবাদ জন্য বিস্তর প্রয়াস করিতে লাগিলেন। সুলভ মূল্যে অর্থাৎ "বাজে জমি বিলি" নিয়মে ভূম্যাদি বিভক্ত করত বন্দোবস্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরে ১৮৫৬ হইতে দারজিলিঙ্গের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা চা-ব্যবসা-নিবন্ধন সিংহসদৃশ উদ্যোগী

ইয়ুরোপীয় বণিকেরা চা-ক্ষেত্র স্থাপনা করিতে কায়মনোবাক্যে এবং বিস্তর অর্থ ব্যয়ে উপনিবেশী হইলেন। ক্রমে দারজিলিঙ্গ যাতায়াত জন্য কাঁড়া-গোলা হইতে দারজিলিঙ্গ পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ রাজবর্ত্মের পরিমাপ এবং সত্ত্বরেই তাহার কার্য্যারম্ভ হইল। কালক্রমে তাড়িত বার্ত্তাবহ ও বাষ্পীয় লৌহ-শকট তাহার স্থান অধিকার করত কতই সুখ সম্পদের মূলীভূত হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়দিগের জন্য কতই 'আরাম' 'বিরাম' স্থল, যথা—ক্রীড়াবাটিকা, নাট্যশালা, মৃগয়া, তূর্য্যবিদ্যার আলোচনীয় স্থান প্রভৃতি কতই বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত হইতেছে। কত ২ বণিক ব্যবসায়ী কি ইয়ুরোপীয় কি দেশীয়, কত প্রকার উদ্যমে ভ্রমণ করিতেছে। দারজিলিঙ্গ স্থানটী যদিও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গ উপশৃঙ্গে স্তরে স্তরে সৌধমালা ও তদুপযোগী বর্ম্মাদি উপর্য্যুপরি এরূপ ভাবে সুগঠিত ও সংস্থাপিত হইয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় অর্থের কি মোহিনী শক্তি! এবং মনুষ্যহৃদয়ে কত প্রকার কার্য্য-চতুরতাই নিহিত আছে। কত স্থানের কত প্রকার কারুকার্য্য ও রুচিচাতুর্য্য একাধারে উপস্থিত করিয়াছে তাহা বর্ণনাসাধ্য। শিল্পচতুরতা প্রকৃতিকে নবীন বেশে মূর্ত্তিমতী করিয়াছে। ওদিকে চিরনীহার-মণ্ডিত গম্ভীর হিমাচল উদিত ভাস্করের রশ্মির হ্রাস বৃদ্ধিতে সময়ে সময়ে কতবিধ বর্ণই ধারণ এবং শিকিমের মহা ধর্ম্মমন্দির স্থল পেমিয়ঞ্চির শুণ্ডাকৃতি পর্ব্বত শৃঙ্গকে যেন আশ্রয় দানে নিশ্চিন্ত করিতেছে। এই পর্ব্বতমালা ঋতুভেদে কতরূপ অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইতেছে!! নির্ঝরের সুস্নিগ্ধ বারি, অচলের সুশীতল হিল্লোল কি সুখপ্রদ! এখানে উপস্থিত হইলে মন প্রাণ একেবারে পরিতৃপ্ত হয়!! ফলিতার্থে দারজিলিঙ্গ একটী দর্শনীয় আশ্চর্য্য স্থান!!!

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল। পরে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে শিকিম দরবার এক আদেশ প্রকাশ করেন, কোন ইয়ুরোপীয় শিকিমরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ডাক্তার ক্যাম্বেল এই বিষয় জানিতে পারিলেন। অপর পক্ষে ভুটিয়ারা ব্রিটিশাধিকারে নানাবিধ অত্যাচার ও পীড়ন করিতে লাগিল, এবং এক স্থলে একটী প্রজাকে তাহারা গোপনে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ডাক্তার ক্যাম্বেল গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত অপরাধী ভুটিয়াগণ শিকিম-কর্ত্তৃক ইংরাজকরে সমর্পিত না হয়, সে পর্য্যন্ত রূমান নদীর

উত্তরাংশ অধিকারে রাখা বিধেয়। এই বিষয় কার্য্যে পরিণত মানসে তিনি, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল বিশপ সাহেবকে বিভাগীয় কার্য্যভার অর্পণ করত কতিপয় সৈন্য ও একটী তোপসহকারে রুম্মান পার হইলেন। দেখি-লেন, ভুটিয়াদিগেরও প্রতিবল কোনাংশে ন্যূন নহে, সুতরাং ব্রিটিশ-সৈন্যদি-গকে পশ্চাৎগামী হইতে হইল। ভুটিয়াগণ দলবলে প্রধান থাকায়, ব্রিটিশ অধিকারে ক্রমশঃ অগ্রসর হইল, কয়েকটী পুলিশ ষ্টেষণ ভস্মীভূত করত দার-জিলিঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইতে বিশেষ চেষ্টিত হইল। কিছু দিন পরে ডাঃ ক্যাম্বেল এবং মেজর মরে সাহেব উভয়ে বিপদ মনে করত বিবেচনান্তর বহুতর ইয়ুরোপীয় সৈন্য ৩টী তোপ, শিক ও পুলিশ পদাতিক সহকারে দুঃসাহসী হইয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি শিকিম প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে বড় রঙ্গিত পার হইতে অপেক্ষাকৃত একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজদিগের পক্ষে এক জন সৈন্য হত, দুইজন আহত হয়। তদনন্তর মার্চ্চ মাসে শিকি-মের রাজধানী "তমলং" নগরীতে তাঁহারা উপস্থিত হয়েন। তখন শিকিম-পতি অনন্যোপায় হইয়া ডাঃ ক্যাম্বেল সাহেবের প্রার্থিত মতে ত্রিবিংশতি ধারায় এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। প্রথমতঃ দেশীয় যে (তন্মধ্যে বঙ্গবাসী দুই জন) ছয় জন বন্দী ছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে দারজিলিঙ্গ পহুছেন। এই সময়ে মহাত্মা আরল ক্যানিং বাহাদুর ভারত-বর্ষের রাজ-প্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তাঁহার আদেশে আমাদের বর্ত্তমান লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সুদক্ষ অনরেবল অস্‌লি ইডেন বাহা-দুর এই যুদ্ধযাত্রায় রাজদূত হইয়া শিকিমে গমন করেন। তিনি এই সময়ে পেমিয়ঞ্চির লামা শ্রেষ্ঠদিগের সহিত সাক্ষাৎ আলাপাদি করেন। তৎকালে মহারাজ "ছি কিয়ং কম্মু" শিকিমাধিপতি ছিলেন। উক্ত সন্ধিপত্র এই দুই মহাত্মারই স্বাক্ষরিত হয়। পরে উভয়ের নিতান্ত সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত ইডেন বাহাদুর এই সুযোগ শিকিমরাজ্য ও শিকিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে যে যে বর্ণনা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি লেপচা জাতি অতি শান্ত, সৎ এবং নিরীহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সন্ধিনিয়ম মধ্যে শিকিম-রাজকে অধিকতর বৃত্তি প্রদত্ত হইবে এবং ইয়ুরোপীয়গণ হিমাদ্রি

পর্ব্বতমালাবধি গমনাগমন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ শিকিম বন্ধু-রাজ্য স্বরূপ পরিগণিত হইবে, দারজিলিঙ্গ হইতে শিকিমরাজ্যে গমনাগমনার্থ পথাদি নির্ম্মাণোপযোগী স্থান প্রদান করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়। কিন্তু ব্রিটিশাধিকার হইতে যে ২ ভুটিয়াগণ প্রজাপহরণ করিয়াছিল, সেই অপরাধিদিগকে শিকিমরাজ প্রত্যর্পণ করিলেন না, তাহারা ভুটাস্থ দেশে পলায়ন করিয়াছে, এবম্প্রকার ছলনা করেন। এই সুযোগে উল্লিখিত ভূমিখণ্ড দারজিলিঙ্গের অধিকারস্থ হইল, সংক্ষেপতঃ বলা প্রয়োজন যে, দমশং খণ্ড ব্যতিত দারজিলিঙ্গ জেলার বর্ত্তমান আয়তন ভূমি এই যুদ্ধান্তেই সীমাবদ্ধ হয়। এই সময়েই রীতিমত নূতন পুলিশ প্রণালী প্রবর্ত্তিত, বিচারালয়াদি নিয়মিতরূপে পুনঃ সংস্কৃত হয় এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। ফলতঃ এতদনন্তর শিকিমপতির সহিত কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই, হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

তদনন্তর, ১৮৬৪। ৬৫ খৃষ্টাব্দে যে ভুটান-যুদ্ধ হয়, তাহাতে ডালিংকোট (দমশং) উপবিভাগ অধিকৃত হয়। উহা প্রথমতঃ পশ্চিম দুয়ারের ডেপুটী কমিসনারের অধীন ছিল, তৎ পর ১৮৬৭ সালে দারজিলিঙ্গ বিভাগে প্রত্যর্পিত হয়। এ স্থলে উক্ত যুদ্ধের ২। ১ টী কথা বোধহয় পাঠকগণের অরুচিকর হইবে না। ১৮৬৩ সালের শীত ঋতুতে মান্যবর শ্রীযুত অনরেবল আসলি ইডেন বাহাদুর (আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তা) ভুটানে দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হয়েন। ভুটিয়ারা ব্রিটিশ-রাজ্যে সতত (প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি ও ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পারস্থ প্রদেশান্তর্গত স্থানে) দৌরাত্ম্য ও নানাবিধ প্রপীড়ন করিত, তন্নিবারণেই এই দৌত্যকার্য্যের অবতারণা হয়। তাঁহার প্রধান সখা চিবুলামা (শিকিমপতির প্রধান মন্ত্রী) তাঁহার অনুসঙ্গী হয়েন। তদ্ব্যতীত এক জন ডাক্তার এবং এক জন সৈনিক পুরুষ ও কতিপয় পদাতিকও তাঁহার অনুগামী হয়। চিবুলামাই তাঁহার এই বিজন বিপদসঙ্কুল স্থানে গতায়াতে বিশেষ সহকারী ছিলেন। ভুটানের ধর্ম্মরাজ ও দেবরাজ তাঁহার যাতায়াতের সুবিধা করিবেন পূর্ব্বেই এরূপ অঙ্গীকৃত হয়েন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা উপযোগী সম্ভাষণের অনেক শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তৎপর ভুটানের রাজধানী টানিশিটিউড্রো (টাসিটিউডন)

নগরীতে যখন তিনি প্রবেশ করেন, তৎ কালে রাজা ও তদীয় সদস্যগণ শ্রীযুত ইডেন বাহাদুরকে বিশেষ অপমানিত করেন। ফলতঃ তিনি কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বরঞ্চ নির্ব্বোধ ও দুরন্ত ভুটিয়া মন্ত্রিগণ (টংসু ও পেরো পেনলো প্রধান সদস্য) বলপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা এক স্বাক্ষরিত পত্র গ্রহণ করে; তাহাতে লিখিত থাকে, বঙ্গদুয়ার সমস্ত এবং আশাম গোয়ালপাড়া দেবধর্ম্মার অধিকারস্থ হইল ইত্যাদি। শ্রীযুত ইডেন বাহাদুর পুনাথা হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। পরে ভুটানযুদ্ধের আয়োজন হয়। তৎ পূর্ব্বেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ১০,০০০৲ বার্ষিক বৃত্তি এবং আম্বাড়ি ফালাকাটা জন্য বর্ষিক ২০০০৲ মুদ্রা কর (যাহা দেবধর্ম্মারাজ পাইতেন) বন্ধ হয়। ভুটিয়ারা প্রায় ৩০০ শত ব্রিটিশ প্রজাকে বলপূর্ব্বক ভুটানে লইয়া যায়। যাহাহউক, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৭ ই ডিসেম্বর তারিখে যুদ্ধ-ঘোষণা হয়। অতঃপর ভুটান-রাজ আপন নির্বুদ্ধিতার পরিণাম ফল জানিতে পারিয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তারিখে সন্ধিপত্র প্রদান করত, যে ২টা তোপ দেওয়ানগিরিতে আত্মসাৎ করা হয়, তাহা প্রত্যর্পণ করেন। তৎপর বার্ষিক বৃত্তি ৩০০০৲ তিন সহস্র মুদ্রা তাঁহারা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে ইহাও নির্দ্ধারিত হইল। এই যুদ্ধের শেষ হইলে ডালিংকোট দুয়ার দারজিলিঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। প্রথমতঃ দমশং ইহার প্রধান স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এক্ষণে কালিমপং নাম্নীয় পর্ব্বতোপরি স্থানটীই মনোনীত হইয়াছে।

ব্রিটিশ ও স্বাধীন শিকিম রাজ্যখণ্ড যে সময়ে ২ অপর রাজকরে নিপতিত হইয়া অবশেষে ব্রিটিশকরে পতিত হইয়াছে, তাহার পুরাবৃত্ত সংক্ষেপ বর্ণনা প্রয়োজন। ফলতঃ কোন কালেই দারজিলিঙ্গ শত্রু হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান শিকিম রাজ্যের সীমা এই——ইহার উত্তরে তিববত; পূর্ব্ব ভাগে "প্রু" বা ভুটান দেশ। পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে দারজিলিঙ্গ। এই অংশকেই স্বাধীন শিকিম বলা যাইতে পারে। ইহার দুইটী রাজধানী, একটী তমলং বা তমলীং, এইটিই প্রধান; শীত ঋতুতে শিকিমপতি এই স্থানেই প্রায় অবস্থিতি করেন। প্রধান ২ রাজকার্য্য এই স্থানেই নির্ব্বাহিত হয়। অপরটীর নাম চুম্বি। এই স্থানে তিনি গ্রীষ্ম ঋতুর অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ইনি বৃটিশ-

বৃত্তি ভোগী। দারজিলিঙ্গের অর্থাৎ শিকিমের আদিম এবং প্রধান অধিবাসী লেপচা জাতি। অতএব তাহাদিগের প্রথমাবস্থা বিষয়ক বিবরণ পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে। ইহারা একটী প্রধান মূল জাতি, ইহাদিগের মুখাবয়বে, বর্ণে এবং হাব ভাবে মৌগলিক বা তন্নিকটবর্ত্তী মানচুরিক জাতি বলিয়া পরিগণনা করা যাইতে পারে। ইহারা যে শিকিমের প্রধান রাজ-গোষ্ঠি, তাহা কর্ণেল মেনওয়ারিং সাহেব তাঁহার লেপচা ভাষার ব্যাকরণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে শিকিমে উপনিবেশানন্তর। তাহারা প্রতিবেশী লোপা ও লিম্বু জাতিদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে মিলিত হইয়া এক মিশ্রজাতি হইয়াছে। তিনি বলেন, প্রায় ৪৫০ বৎসর অতীত হইল, রাজোপাধিধারী "তরভে পানো" শিকিমে রাজ্য করিয়াছিলেন। অনুমিত হয় তৎকালেই বর্ত্তমান লেপচা জাতি শিকিম প্রদেশে অধিবাস করে। কিন্তু কি কারণে তাহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া শিকিমের তৎ কালীয় আবরুদ্ধ অরণ্যবাসী হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা সুদূরপরাহত। তৎ কালে এই রাজ্য সম্পূর্ণ নির্জ্জন এবং নিবিড় জঙ্গলাবৃত ছিল। তন্নিবন্ধন লেপচা জাতি শিকিমকে "নে-লিয়াং" নামে অভিহিত করে, অর্থাৎ গিরিগহ্বরাশ্রয়স্থল। কর্ণেল মেনওয়ারিং বলেন যে তাহারা এই নিভৃত গহ্বর-ভবনে সাতিশয় পবিত্রাবস্থায় এবং সুখস্বচ্ছন্দান্তঃকরণে বাস করিতে লাগিল, এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, তাহারা পূর্ব্ব বাসস্থানে সাতিশয় নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হইত। এইরূপে "তরভে-পানো"র বংশোদ্ভূত তিন জন লেপচা-রাজ রাজ্য শাসন করিলে পর এক জন তিব্বতীয় তদীয় সিংহাসনাধিকার করে। তাহার নাম "ফুন-সো-নাম গে" এই সময় হইতেই শিকিমের যুগান্তর উপস্থিত হয়। তিনি এবং তাঁহার বংশপরম্পরা লেপচাদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। শিকিম তিব্বতীয়দিগের অধিকার হইলে তদ্দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ শিকিমে আসিতে আরম্ভ করে। এবং লামাসরাই অর্থাৎ ধর্ম্মমঠাদি বা গুম্ফা নির্ম্মাণারম্ভ করে। এই ধর্ম্মালয়ে বৌদ্ধেরা অনেকানেক সুকুমারমতি যুবা পুরুষদিগকে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। তাহারা ধর্ম্মশিষ্য হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে নিয়োজিত হইল। এই বৌদ্ধেরা ধর্ম্মান্ধ হইয়া লেপচা ভাষার গ্রন্থাদি বিনষ্ট করত তিব্বতীয় ধর্ম্ম পুস্তকাদি লেপচাক্ষরে

অনুবাদ করিতে আরম্ভ করে। লেপচারা ক্রমশঃ অবতারাদি এবং অপকৃষ্ট পদ্ধতি-মালাযুক্ত উপাসনায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। লেপচারা আদিমাবস্থায় অতি বিশুদ্ধ ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিত এবং তাহাদিগের ভাষা একটী প্রধান ভাষা ছিল, কর্ণেল মেনওয়ারিং এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ তাহাদিগের ভাষা সর্ব্ব প্রকারে সম্পূর্ণ ও কিঞ্চিদূন পুরাতন তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। যাহাহউক, ১৮২৫ খৃঃ অব্দে রাজা ও প্রজাতে অনৈক্য ও বৈরভাব উপস্থিত হওয়ায় ক্রমশঃ অরাজকতা উৎপন্ন হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, তৎ কালে "সুককৃত নাম গে" রাজা ছিলেন। তিনি অরাজকতার মূল 'রাথপ' মন্ত্রীকে সন্দেহ করত তাহার আত্মীয়বর্গকে বিনষ্ট করিলে উক্ত মন্ত্রী ইলামে প্রস্থান করে এবং তথায় থাকিয়া শিকিমের প্রধান বৈরী হইয়া উঠে ও নেপালের সহিত বিবাদ ঘটাইয়া দেয়। এইরূপে কিছু কাল বিগত হইল; পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি স্থাপন হইতেই উক্ত রাথোপের বলের খর্ব্বতা হয়। কারণ, তৎ কালে ব্রিটিশসিংহ দারজিলিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া শিকিমের সুহৃদ হইয়াছিলেন। এবং নেপাল ও শিকিমের মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মীমাংসা করিয়াছেন। তদনন্তর শিকিম ও ব্রিটিশ রাজ্যদ্বয়ে যেরূপ কার্য্যাদি সম্পাদিত হয় তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ শিকিমের বর্ত্তমান রাজ-পরিবার পূর্ব্বোল্লিখিত তিব্বতীয় বংশ; ইহাঁরা প্রায় ১১০। ১১৫ বৎসর হইল, শিকিমে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে বলিতে গেলে শিকিমবাসীরা, তিব্বৎ-ভুটিয়াও আদিম শিকিম-মিশ্রিত জাতি। উভয় ডাক্তার হুকার এবং কর্ণেল মেনওয়ারিং বলেন, লেপচারা জলপ্লাবন স্বীকার করে, টেন্ডং গিরিশৃঙ্গে এক পুরুষ এবং এক স্ত্রী জীবিত থাকে, তাহা হইতে ক্রমশঃ বর্ত্তমান সংসার সৃষ্ট হইয়াছে।

বর্ত্তমান শিকিমের শাসন-প্রণালী অপেক্ষাকৃত উত্তম। এক্ষণে গুরখা অর্থাৎ নেপালী অনেক প্রজা তথায় অধিবাসী হইয়াছে ও ক্রমশঃ হইতেছে। এমন কি, শিকিমের ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। সময়ে লেপচা জাতিকে শিকিমান্তর হইতে হইবে, অনেকে এরূপ সন্দেহ করেন, কারণ, তাহারা জঙ্গলপ্রিয়। যতই কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে, বনোপবন ততই পরিষ্কৃত হইতে থাকিবে। শ্রুত হওয়া যায়, উপস্থিত শিকিম-দরবার দুই সম্প্রদায়ে

বিভক্ত হইয়াছে। এক দল রাজার বিপক্ষ, অপর সাপক্ষ। এইটী বিগত রাজা "ছি কীয়ং কস্কু" হইতেই হইয়াছে। তিনি বড় স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। যুবরাজ এক্ষণে এই বিবাদ মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক আছেন এবং আমাদের গবর্ণমেণ্টের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলে কখনই বিপদগ্রস্ত হইবেন না, ভরসা আছে। গত বৎসর শীত ঋতুর প্রারম্ভে আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কালিমপং ষ্টেসনে যুবরাজ-সহিত একটী দরবার করেন, তাহাতে যুবরাজ এতৎ সম্বন্ধে শান্তি স্থাপনে সম্যক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা শিকিমের, কি সামাজিক কি বৈষয়িক উভয় বিষয়েরই উত্তরোত্তর উন্নতি দেখা যায়। বাণিজ্যাদিও অপেক্ষাকৃত উত্তম পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে, তবে চিরবৈরভাবাপন্ন লাহাসার অম্বাগণ কোন মতেই বঙ্গ ও তিব্বতের বহির্ব্বাণিজ্যের বিঘ্নসঙ্কুলতা অপনোদনে যত্নবান্ হইতেছে না। চীন-সম্রাজের কঠিন কৌলিক প্রথাই এবম্প্রকার অনিষ্টের মৌলিক কারণ।

এরূপ শ্রুত হওয়া যায়, শিকিমে ও তিববতে বিশেষ কোন বৈতনিক সৈন্য নাই, তবে যুদ্ধবিগ্রহজন্য সৈন্য প্রয়োজন হইলে প্রতি গৃহ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাদিগের পরিচ্ছদ ও আহারাদি প্রদান করিলেই যথেষ্ট। শান্তিরক্ষা-প্রথানুসারে কোন সৈন্যবল নাই। তবে রাজস্ব গ্রহণার্থ কাজি, শুভা, টুঙ্গী প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। সৈন্যবিভাগীয় ও অপরাপর রাজকার্য্য নির্বাহার্থ পৃথক ২ কর্ম্মচারী দরবারে নিযুক্ত আছে, তাহারা প্রায়ই বৈতনিক বা বৃত্তিভোগী। গোলামি প্রথা শিকিমে প্রচলিত আছে, পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ডাক্তার হুকার বলেন, শিকিম-রাজদরবারে রাজউপ-ঢৌকন প্রদানের নিয়ম এই, দর্শক বা আগন্তুককে অবস্থাভেদে স্কন্ধোপরি শুক্ল বর্ণের রেশম উত্তরী (উড়নী) ধারণ করত চীন প্রদেশজাত রেশম, জমাট (Brick) চা, চামরুগরু, অশ্ব, লবণ, রেশমপ্রস্তুত কক্ষথলি (বগলি) বৃন্ত ইত্যাদি রাজাকে প্রদান করিতে হয়। ঢক্কা ও দামামার বাদন হয়। সভাতে সংগীত কালে সেতার সদৃশ যন্ত্রাদিও ব্যবহৃত হয়। উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে অপর এক চিহ্ন ব্যবহৃত দেখা যায়। যেমন মধ্য আশিয়া এবং মানচুরিয়া প্রদেশে গজদন্তের এক একটী অঙ্গুরীয় ব্যবহৃত আছে, তদ্রূপ

শিকিমেও মান্যসূচক উপরোক্ত অঙ্গুরীয় ব্যবহার প্রচলিত আছে। রাজ-ভবন তিব্বতীয় গঠনে সংগঠিত, প্রস্তরাদি ও উত্তম মশলা দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, দ্বিতল গৃহাদিও আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে চৈত্য, মেন্দং, স্তূপ, বিহারপতাকা এবং অপরাপর ধর্ম্মবোধক "প্রদর্শন" (Symbols) বিদ্যমান থাকে। স্থান বিশেষে তাম্রপত্র-মণ্ডিত চন্দ্রাতপ দোদুল্যমান রাখে। প্রাঙ্গণে সাধারণকে সংবাদ প্রদানার্থ ঘণ্টা থাকে। উল্লিখিত চৈত্য ও স্তূপ প্রভৃতি মৃত লামাদিগের স্মরণার্থও নির্ম্মিত হয়, তদভ্যন্তরে তাহাদিগের নখাগ্রভাগ, কেশখণ্ডাদি রক্ষিত থাকে। স্থানে ২ প্রস্তরফলকেও 'অম, মানে পেমে হুম' ষষ্ঠাক্ষর অঙ্কিত করিয়া মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ স্থাপিত রাখে। গুম্ফা প্রভৃতি ধর্ম্মালয়ে শঙ্খ, বেণু, তাম্র পাত্রাদি ও পূজার প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকে। এ কথাও বর্ণনা আবশ্যক যে, মহারাজের যে পৈতৃক লোহিত বর্ণ মোহর আছে, তাহা শিকিম এবং তিব্বত প্রদেশের সীমান্ত ভাগবর্ত্তী এক চৈত্য মন্দিরে রক্ষিত থাকে। উপাসনাকালীন শঙ্খ ও বেণু বাদন করত স্তুতি পাঠ এবং ঐক্যতান ধর্ম্ম গাথাদি পঠিত হয়। ধর্ম্মগৃহে ঘৃতসমন্বিত প্রদীপ দিন-যামিনী প্রজ্বলিত এবং দেবতাদিগের ভোগার্থ নৈবেদ্যাদি সর্ব্বদাই সম্মুখীন থাকে। সাধারণতঃ গুম্ফাদিতে বৌদ্ধের অবতারাদির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত এবং গুম্ফার অভ্যন্তরস্থ ভিত্তি চতুষ্টয়ে এবম্বিধ পটমালা সংলগ্ন থাকে। দেবতাত্রয়ের সাধারণ নাম এই ;—১। গুরুম বুচী, ২। চিনুম বুচী, ৩। বুচী অর্থাৎ বুদ্ধধর্ম্মসঙ্গ ; তিব্বত ভাষায় তাহাদিগকে 'যশ,' 'ফো' এবং 'মানি' কহে। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং অপরাপর সামাজিক ক্রিয়া কলাপাদি ধর্ম্ম সঙ্গত এবং আচার ব্যবহারাদি সমাজ শাসনা-নুগত নির্ব্বাহিত হয়। লেপচা জাতি সম্যক প্রকারে আতিথ্যও সম্পাদন করিয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা শিকিম ও তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের কিঞ্চিৎ বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইতিহাসবেত্তারা বলেন, কলিযুগে—খৃষ্টাব্দের প্রায় ৫০০। ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। প্রথমতঃ শাক্য সিংহই বৌদ্ধাবতার বলিয়া পরিগণিত হন। কিন্তু হিমালয় প্রদেশে ও তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে কোন্ সময়ে উক্ত ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, তাহার নিশ্চ-

ন্তা সুকঠিন। তবে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র (বিন্দুসারের পুত্র) অশোকবর্দ্ধন মগধাধিপতি হইয়া যৎ কালে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়েন, সেই সময় (২৬৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব) তিনি নিজ ধর্ম্মের গৌরব প্রচারার্থ ৮৪,০০০ বিহার স্তূপ, ৬৪,০০০ বৌদ্ধগুরুকে ভোগ্য ভোজ্য প্রদান, জলাশয় ও অপরাপর কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে নির্ম্মাণ করেন। সকল প্রকার স্তম্ভেই পালিভাষায় পশুহিংসা নিষিদ্ধ, (অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ) বাক্যটী খোদিত করিয়া রাখেন। কথিত আছে, তিনি মদ্র, বাহ্লিক, গান্ধার, তাতার, কপর্দ্দ গিরিশিখরাবধি (তিব্বত) নেপাল প্রভৃতি স্বাধিকার করেন। তিনি 'খশ' জাতিকে পরাজয় করেন, ইহাও কথিত আছে। সুতরাং 'খশ' যখন হিমালয় ও মধ্য আসিয়ার মধ্যবর্ত্তী লোক, তখন তিব্বত শিকিম প্রভৃতি রাষ্ট্রেও বৌদ্ধধর্ম্ম খৃঃ পূর্ব্বের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সৈবিরিয়া ও চীন প্রদেশেও এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়াণসাং এবং হিয়াস্ত সাঙ্ প্রভৃতি যে সময়ে বুদ্ধগয়া পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের কিঞ্চিদূন হীনাবস্থা। তখন ব্রাহ্ম বা বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার হয়। এই কাল খৃঃ অব্দের পঞ্চ শত (৫০০) নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

এ কথাও বর্ণনা প্রয়োজন যে, ৯০০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্কাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থাদিও বিনষ্ট করেন। শঙ্করই হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের মূল কারণ। ফলতঃ তিনি নেপালে গমন এবং অনেককে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী করেন। পরে হিংসাপরবশ হইয়া কতিপয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে বধ করে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টাব্দের ৫০০ বৎসর কালেই মধ্য আসিয়ায় অর্থাৎ চীন, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে উক্ত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। ফলতঃ মেঃ প্রিন্সেপ, মেঃ হজসন প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বজ্ঞগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শকেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হয়। তৎ পর ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশে খণ্ড বিস্তৃত হয়। অশোকের স্তূপাদি নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই তিব্বত, তাতার, মোঙ্গলিয়া প্রভৃতি প্রদেশে বিহার, স্তূপসদৃশ কীর্ত্তি ছিল ও শর্ম্মণ বা উদাসী লামাগণ যোগ ও তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তবে অশোকের সময়

ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় এবং শঙ্করাচার্য্য হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারার্থ যে নেপালে গমন করিয়া বিধর্ম্মি-হস্তে জীবন সমর্পণ করেন, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ আদর উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, "তরভে পানো' রাজা উত্তর-আশিয়া বা মোঙ্গলিয়া হইতে শিকিমে যখন উপনিবেশ করে, তৎ সময়ে এই পর্ব্বত গহ্বরে "তাশি" (একেশ্বরবাদ) ধর্ম্ম ই আনীত হয়, পূর্ব্বে ইহা আমরা একবার বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু তিব্বতীয় বংশ যখন শিকিম আক্রমণ করে, তখনই বৌদ্ধ ধর্ম্ম তথায় প্রচারিত হয়, এই কাল ঊর্দ্ধ ১১০। ১১৫ বৎসর অতীত হইয়াছে ইহা কর্ণেল মেনওয়ারিং বলেন। কিন্তু তিব্বতীয়েরা যে তৎ পূর্ব্বেও বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং সুদক্ষ কাপ্তান টর্ণর ও মহাত্মা সোমা ডি-কোরো জিয়াস্কী প্রভৃতি পরিব্রাজক প্রমাণ করিয়াছেন; তবে যে তৎ কালেও তরভেপানো বংশ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই এ বড় আশ্চর্য্য! যাহাহউক, মধ্য-আশিয়া অর্থাৎ তিব্বত ভোটাঙ্গ, শিকিম প্রভৃতি প্রদেশে এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ধর্ম্মে মাংসাহার, মদ্যপান ও স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ। গৃহত্যাগী হইয়া বনে বাস ও বল্কল পরিধান করিবে। ব্রাহ্মণগণও এইরূপ আচরণে বাধ্য এবং অধিকতর পূজনীয় ছিলেন, গ্রিক ইতিহাসবেত্তারা এরূপ বলেন। কিন্তু পার্ব্বত্য বৌদ্ধেরা দ্বি ভাগে বিভক্ত। এক গৃহী, অপর মঠবাসী; শেষোক্ত শ্রেণী স্ত্রী-সংসর্গ বর্জ্জিত, পশু হনন করে না, দিবা রজনী গুম্ফাতে (ধর্ম্মালয়ে) দিন-পাত করে। রাজ-প্রসাদ দ্বারা ইহারা প্রতিপালিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা পৌত্তলিক, সুতরাং উপদেবদেবীর ও উপাসনা করে। কুবুরা, জম্বু, দনকিয়া, কাঞ্চেনঝোউ ও থাছেনঝঙ্গা (কিঞ্চিনঝঙ্গা) পর্ব্বত সমূহকে বিশেষ উপাস্য বলিয়া স্বীকার করে এতদ্ব্যতিত বৃহৎ হ্রদ ও নদ্যাদিরও পূজা করে। তিব্বত ও শিকিমস্থ প্রধান ২ লামা-সরাই বা ধর্ম্মাধিকরণ এই—পেমিয়ঞ্চি, এই স্থান বড় রংগীতের তটবর্ত্তী—তৎপর জিগাচি, গিয়াঞ্চি, রুন-বুম, লাহাসা (The land of spirits)। এই শেষোক্ত স্থান তিব্বতের রাজধানী—দেখিতে অতি বৃহৎ ও সুন্দর এবং লামাশ্রেষ্ঠ (Grand Lama) এই স্থানেই বিরাজ করেন। ইহার চৈত্য বা গুম্ফার নাম "লাব্রাং" এখানে ২০,০০০ লামার বসতি। এইরূপ ন্যূনাতিরিক্ত অন্যান্য গুম্ফায়ও

লামাগণ বাস করে। এই নগরগুলী যঙ্ক বা সাহুপু (ব্রহ্মপুত্র) নদের কূলবর্ত্তী। এই স্থানে বৃহৎ ২ বাজার বা গঞ্জ আছে। তদ্ব্যতিত রামচু, ইয়ারক্র এবং দচেন, চুলামু হ্রদতীরে তিববতবাসীরা ক্রয় বিক্রয় করে। বলিতে কি, চুলামু হ্রদটী ৩।৪ মাইল দীর্ঘ এবং ১॥ দেড় মাইল প্রশস্ত; উহার জল দেখিতে নীলবর্ণ। হ্রদটী সমুদ্রকূল হইতে ১৭,০০০ ফিট উচ্চ। সুতরাং ঠিক চির-তুষারালয়ের নিম্ন। ইহারই অপর দিকে বিখ্যাত শিবলা (শিবজটা) গিরি-সঙ্কট; ইহার উভয় দিকে লাচেন এবং লাচুং প্রকাণ্ড গিরিগহ্বর অবস্থিত। ফলিতার্থে এই সমস্ত বর্ণিত স্থানে ন্যূনাতিরিক্ত গৃহী ও উদাসী লামা (শর্ম্মণ) ধর্ম্ম প্রচারে কালাতিপাত করিতেছেন।

যাহাহউক, আমরা তিববতীয় বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের বিশ্বাস ও ভক্তির আর ২।১ টী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। তাহারা কি মর্ম্মর কি দারু, উভয় রকম প্রতিমূর্ত্তির প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করে। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ যাহা প্রতিপাদ্য, তাহাই লোকে স্বতঃপরতঃ বিশ্বাস করে। সকল জাতির মধ্যেই ধর্ম্মের অঙ্কুর প্রত্যক্ষ প্রমাণসংঘটিত। মেঃ হজসন বলেন, বৌদ্ধের অবতারাদি চারি যুগেই হইয়াছিল এবং হইতেছে, মধ্য আসিয়া ও নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ এরূপ স্বীকার করেন। অর্থাৎ সত্যযুগে তিন অবতার; ত্রেতাযুগে দুই; দ্বাপরে এক এবং বর্ত্তমান যুগেও এক। এই শেষোক্ত যুগে কপিলাবাস্তু নগরে শুদ্ধধন রাজার গৃহে গৌতম বা শক্য বংশে শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেন, ইহাঁর অপর নাম সর্ব্বার্থসিদ্ধ। তিব্বতীয়েরা তাঁহাকে "সঙ্ক" বা "চম্‌দেনদে" কহে। পূর্ব্বেই আমরা আর ২ বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছি। বৌদ্ধেরা এই সমস্ত অবতারদিগের মূর্ত্তি গৃহে স্থাপিত রাখে। তবে বর্ণনা আবশ্যক, এই অবতার মধ্যে তাহারা দ্বি প্রকার বুদ্ধ স্বীকার করে। এক (ঐশ্বরিক) ধ্যানী বুদ্ধ (পিতা পুত্র সম্বন্ধ) অপর মানুষী বুদ্ধ, গুরু শিষ্য সম্বন্ধ। শাক্যসিংহই ধ্যানী বুদ্ধ। 'বুদ্ধ সত্য-বজ্রপাণি' রূপে মানুষী বুদ্ধ পরিগণিত হয়েন। তাঁহাকে বজ্রাকার, বজ্রধর্ম্ম এবং বজ্রধর্ম্মস্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং শিকিম, তিববতীয়, ভোটাঙ্গ বৌদ্ধেরা অদ্যাবধিও জপমালা ও মানি (অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে 'পাংড়া' কহে) ব্যবহার করে। কপিলাবাস্তু গ্রন্থে বৌদ্ধচরিত সবিশেষ বর্ণিত আছে। এক্ষণে বলিতে চাহি

যে, যত প্রকার বৌদ্ধ-পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মগধ, কোশল এবং রাজগিরি হইতে বৌদ্ধ প্রচারকেরা নেপালে আনয়ন করত অনুবাদ করে, তৎপর ক্রমান্বয়ে উহা তিব্বত প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রচলিত হয়। তালপত্রে এবং ভূর্জ্জ পত্রেই প্রায়শঃ তৎ সমুদায় বিষয় প্রথমতঃ লিখিত হয়। কথিত আছে, ব্যাস যেমন বেদ লেখক, শাক্যসিংহও তদ্রূপ বৌদ্ধ গ্রন্থাদির লেখক। মেঃ হজসন আরো বলেন যে, তিব্বতীয়েরা অধিকাংশ বৌদ্ধ পুস্তকই (ব্রাহ্ম ধর্ম্মের হ্রাসতা কালে অর্থাৎ খৃঃ অব্দের ৪০০। ৪৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে) সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করে। বলিতে কি, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাদি বহুল; ন্যায়, দর্শন, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, যুদ্ধ, ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ড বিষয়ক বিস্তর পুস্তক আছে। তিনি বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মতে চারি প্রকার মত আছে, যথা—স্বাভাবিকা, ঐশ্বরিকা, আত্মিকা এবং কার্ম্মিকা। প্রত্যক্ষবাদই ইহাদিগের বিশ্বাস; নিরাকার, জ্ঞানাতীত অর্থাৎ বিশ্বাসভূত নহে। ইহারা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে। তবে নীতি ধর্ম্মাবলম্বন ও সৎ কর্ম্ম দ্বারা সেই বুদ্ধ সত্য বজ্রপাণিতে নির্ব্বাণ মুক্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তবে নিবৃত্তি, তপ ও ধ্যানযোগে অনাদি বুদ্ধতে বিলীন হইতে পারে, তাহাতে আর প্রবৃত্তি, নিবৃত্তিবশবর্ত্তী হইতে হয় না এ কথাও বলিয়া থাকে। বৌদ্ধের ধ্যান পূর্ব্বেই বলিয়াছি—"অম মানে পামে হুম" অর্থাৎ পদ্মপাণিবিষ্ণু অবতার।———

এক্ষণে এ কথাও বলা উচিত, ইহারা পৌত্তলিক ও নিরাকারবাদী বৌদ্ধ; মধ্যবর্ত্তী বা উপদেষ্টা (গুরুকরণ) ইহাদের মধ্যে নাই। সকলেই তুল্যাবস্থাপন্ন। জাতিভেদ নাই। তবে অবতার মুখবিগলিত বাক্যই শিরোধার্য্য। আমরা এ পরিচ্ছেদে এতক্ষণ কেবল খৃষ্টীয়, তিব্বতীয়, বৌদ্ধ ও পৌত্তলিক মতের অনুসরণ করিয়া শিকিমের (হিমালয় প্রদেশের) ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। বিশুদ্ধ হিন্দু মতের বিশেষ কিছু লিখি নাই, অতএব তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিখিতে সমুৎসুক হইতেছি। আমাদিগের হিন্দু পুরাবৃত্তে যত প্রকার ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ করা ও শ্রুত হওয়া যায়, তাহার প্রায়ই হিমাদ্রিমালার উত্তর কিম্বা দক্ষিণ প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ উল্লিখিত আছে। অতএব, হিমাচল যে হিন্দুদিগের সাধারণ জাতির

ও ঋত্বিক্‌দিগের আদিম বাসস্থান ছিল, তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। বর্ত্তমান তিব্বত অতি সুরম্য স্থান। সুরধুনী, ব্রহ্মপুত্র ও অপরাপর বৃহন্নদী-মালা তাহারই কোটিদেশ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অসীম——পশু, পক্ষী, ধাতু ও অন্য ২ দ্রব্যাদি অগণ্য বিরাজিত আছে। সমুদ্র উপকূল হইতে তিব্বত প্রায় ১৪,০০০ । ১৫,০০০ ফিট উচ্চ। তবে মরুভূমিও অপেক্ষাকৃত ন্যূন নহে। ইহার উত্তরে কপর্দ্দগিরি (যাহাকে আমরা শিব বা কৈলাসশিখর বলিতে বাধ্য হইলাম) পূর্ব্ব পশ্চিমে ভুটাঙ্গ ও নেপাল মত্রবাহ্লিক ক্রমান্বয়ে অবস্থিত। অতএব, এবম্প্রকার স্বর্গগরিষ্ঠ স্থান হইতেই আর্য্য জাতিরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন তাহাতে সংশয় কি? পর্ব্বতশিখর হইতে নিম্ন প্রদেশগুলি চর্ম্ম চক্ষুতেই হউক, আর দূরবীক্ষণেই হউক, দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হইবে, আমরা 'মেঘমালা' বা 'অলৌকিক জীব' রাজ্যে আসিয়াছি। আমরা পুনরায় বলিতেছি, বস্তুতই পার্ব্বতীয়গণ বঙ্গবাসীদিগকে 'মদেশী' ও তদ্দেশকে 'মদেশ' কহে। এইটী বোধ হয় 'মর্ত্ত্য দেশের' অপভ্রংশ।

ঋক্‌বেদ-সংহিতাই ভারতের প্রাচীন পুরাবৃত্ত। এই পবিত্র ঋক্‌বেদে লিখিত আছে যে, আর্য্য জাতি মধ্য আশিয়া হইতে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও পশুমাংস ব্যবহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। হিম প্রদেশে অধিবাস-নিবন্ধন তাঁহারা সুমিষ্ট পুষ্টিকর "সোমরস"ও পান করিতেন। সুতরাং উত্তেজক সুরাদিও যে ব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ করা যায় না। জাতিভেদ তাঁহাদিগের মধ্যে ছিল না। পরস্পর সম্যক একতা ছিল। তাঁহাদিগের ভাষা এক ছিল, কিন্তু সে ভাষা কি ছিল, তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে "প্রাকৃতি" ভাষার ন্যায় ব্যাকরণ-বর্জ্জিত কোন একরূপ প্রচলিত বাক্যাবলীই ভাষা ছিল অনুমিত হয়। কিন্তু কোন ২ সুলেখক বলেন যে, সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষা দ্বয়ের মধ্যবর্ত্ত ভাষা ছিল, তাহাকে ব্রহ্মভাষা কহিত। তদনন্তর, সংস্কারান্তে 'সংস্কৃত' (দেব ভাষা) নাম প্রদত্ত হয়। তাঁহাদের নীতিব্যবহারও সাময়িক ব্যবহারোপযোগী ছিল। প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান সৃষ্ট বস্তুই উপাস্য ছিল, অর্থাৎ যে ২ বস্তু দ্বারায় তাঁহারা উপকৃত হইতেন এবং যদ্দ্বারা একেশ্বর

স্রষ্টাকে জানিতে পারা যায়, তৎ সমুদয়কেই আরাধনা করিতেন। এতন্মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, উষা, মরুৎ, সূর্য্য, রুদ্র প্রভৃতিই প্রধান। উভয় প্রতীচ্য ও প্রাচ্য কোন ২ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, আর্য্যেরা ৪,৫০০ সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর, কেহ বলেন ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার বৎসর ভারতরাজ্যে আগমন করিয়াছে। কেহ বলেন, পঞ্জাব বা সপ্তসিন্ধু রাজ্যের সন্নিকট হিন্দুকুশ পর্ব্বতই আর্য্যদিগের [১০৬] আদিম বাসস্থান ছিল। ফলতঃ তাঁহারা উত্তর হিমাদ্রি হইতে বহির্গত হইয়া কিছু দিন সপ্ত-নদ উপকূলে যাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিলে অনুচিত হয় না) উপবসতি করেন; অনন্তর, অসুর ও বর্ব্বর জাতিরা তাঁহাদিগের প্রতি সতত পীড়ন করিতে আরম্ভ করে, তদ্ধেতু তাঁহাদের গৃহ-কার্য্যাদি ও ধর্ম্মালোচনার ব্যাঘাত হওয়ায় তাহাদিগকে দমন করিতে ২ ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্তে গঙ্গাকূলে আসিয়া স্থায়ী হইলেন। প্রথমতঃ এই উপনিবেশ কালে সামাজিক প্রয়োজনানুসারে তাঁহারা চারি বর্ণে বিভক্ত হয়েন, পরে ক্রমশঃ বিস্তৃত বর্ণে বিভক্ত হইয়া সামাজিক শাসনপ্রণালীর ও প্রতি বর্ণের উপাস্য দেব দেবীর স্থিরতা করি-লেন। বর্ব্বর, অসুর, পিশাচদিগকে তাঁহারা অনার্য্য শব্দে ব্যাখ্যা করিলেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, লেপচারাও এইরূপে মধ্যআশিয়ার সন্নিকট কোন রাষ্ট্র হইতে শিকিমে আসিয়া উপনিবেশ করে। তাহাদের ধর্ম্ম ও রীতি নীতি ও অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল এবং উত্তরোত্তর উন্নতিপথে আরো-হণ করিবে এরূপ ভরসা ছিল। কিন্তু তিব্বতীয়দিগের আক্রমণে ক্রমশঃ হীনাবস্থা হইতে লাগিল। আর্য্য জাতির বংশমধ্যে ইহাদিগকে পরিগণিত করিলে অবিচার হয় না। কারণ, ইহারাও শান্ত, নিরীহ ছিল ও কৃষিবলে পশুপালন ও হননে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারাও "তাশি" (একেশ্বর-বাদ) ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিল, তবে প্রত্যক্ষ সৃষ্ট বস্তুরও উপাসনা করিত, ইহার সবিশেষ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিরুক্তি বাহুল্য। ফলতঃ লেপচা জাতি একটী বিশুদ্ধ জাতি, অপরাপর বর্ত্তমান পার্ব্বতীয় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং আর্য্য জাতি বংশসম্ভূত। তবে সময় নিরূপণে দেখা যায়, তাহারা অপেক্ষাকৃত অধুনাতন উপনিবেশী।

আমরা এই উপলক্ষে মহাযোগী মহাদেবের বিষয় কিছু লিখিতে উৎসুক হইতেছি। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কপর্দ্দ বা শিবজটা নামে তিববতে এক পর্ব্বতমালা আছে। এই প্রদেশ যে চিরকাল ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থল তাহা অনেক স্থানে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি ধূর্জ্জটি যে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন, অথবা হিমালয় প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচারে পরিব্রাজক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি চতুরাশ্রমী দেবশ্রেষ্ঠ ছিলেন। যদিও তিববতে, শিকিমে এবং ভুটাঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম কলুষিত ভাবে লোকে অবলম্বন করে, কিন্তু মহাদেবের অর্চ্চনা (তাহারা মহাকাল বলে) যে এককালে অদৃশ্য তাহা নহে, স্থানে ২ তাঁহাকে পর্ব্বতবাসীরা সকল ক্রিয়া কলাপে আহ্বান করে। তাঁরার ধ্যানে দেখা যায়, তিনি ডমরু, শিঙ্গা ও ত্রিশীর্ষকহস্ত; জটাজূটে ধম্মিল্লবন্ধন, বৃষভবাহন, ব্যাঘ্রাম্বর পরিধেয়; তিনি ধুস্তুর পুষ্পে ও গঞ্জায়ে বড় প্রীতিলাভ করিতেন। ইত্যাদি নানাবিধ বিশেষ পরিচ্ছদ ও ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিষয় পুরাণে বর্ণিত আছে। ফলতঃ তিনি একজন মহাযোগী ছিলেন। সংসারবাসনা রহিত হইয়া সর্ব্ব প্রকারে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি এই জন্যই দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায়, তিনি মধ্য-আশিয়া এবং শিকিম ভুটাঙ্গে এমন কি, নেপাল রাজ্যেও তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সুতরাং এখনও শৈব শ্রেণীস্থ অনেক লোক কোন না কোনরূপে তদ্‌ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু কোন সময়ে তিনি এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্মোপদেশ ও নানাবিধ দর্শন, জ্যোতিষ বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করেন তাহা বলা সহজ ব্যাপার নহে। প্রত্যুতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের অনেক পূর্ব্বে যে ইহা সংঘটিত হয় তাহার আর সংশয় নাই। এমন অনেক পর্ব্বতশ্রেণী আছে, যাহা অদ্যাবধিও 'গৌরী-শিখর'—'শিবলাসঙ্কট'—'কপর্দ্দগিরি' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। তবে শৈব ধর্ম্মের মূল প্রণালীর যে, সময়ে অব্যবহার হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

আজ কাল যে সমস্ত লামা বা শর্ম্মণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদিগের পরিচ্ছদ রোমাচ্ছাদক বস্ত্র। ইহা শীতনিবন্ধন ব্যবহৃত হয়। ডমরু, শিঙ্গা, ত্রিশীর্ষক, (ত্রিশূল) পশুচর্ম্ম ইত্যাদি তাহারা ব্যবহার করে ও শিঙ্গাদি বাদন করিয়া ভিক্ষা করে, তদুপলক্ষে "অম মানে পেমে হুম" ষষ্ঠাক্ষর পাঠ এবং এই

ভিক্ষাপথ সাধারণ লামারাই প্রায় অবলম্বন করে। উর্দ্ধ শ্রেণীর লামারাও উল্লিখিত যন্ত্রাদি ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তাহারা অনেকেই গুম্ফাতে অধিবাস করিয়া ধর্ম্ম পুস্তকাধ্যয়ন এবং শিষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে। তাহারা তুষারমণ্ডিত পথাদি পারাপার কালে চামরী গাভী বা বৃষভ ব্যবহার করে, এটী তিব্বতের রীতি। মহাকাল, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নামও অনেকে সময়ে ২ উচ্চারণ করে।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কোঁচ প্রদেশের বা কুচনিপাড়ার কথিত শিব ও কৈলাসবাসী শিব ভিন্ন কি উভয়ে এক, তদালোচনাও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নহে। কোঁচ শিববংশোদ্ভূত। এই রাজ্য ৯১৬ বাঙ্গলা সনে (ইংরাজি ১৫০৯ সনে) প্রথমতঃ স্থাপিত হয় অর্থাৎ তৎকালেই বিশু বা বিশ্ব সিংহই প্রথম রাজা হয়েন, এ বিষয় পূর্ব্বেই আমরা বর্ণনা করিয়াছি। অতএব, কৈলাসের ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী যে কোন্ যুগাবতার তাহা কে বলিতে পারেন? তিনি প্রকৃতই স্বয়ম্ভূ ও দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। তবে বিশুর পিতা শিব, আমাদের বিবেচনায় প্রকৃত দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের কোন সেবক বা শিষ্য হইবেন, তিনি ভুটানস্থ কোন গিরিগহ্বরে আশ্রমী ছিলেন। ফলতঃ তিনিও অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন। তদ্ধেতু বিশুর বংশ 'শিব-বংশ' বলিয়া পরিগণিত। তবে অবশ্য আমাদের এই বিবরণ ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে, তজ্জন্য সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সংশোধন উপদেশ আকাঙ্ক্ষা করি।

আমরা উপসংহার কালে দারজিলিঙ্গের নিকটবর্ত্তী নেপাল রাজ্যস্থ দুইটী নগরীর কিঞ্চিৎ বিবরণ করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবারণ করিতে ইচ্ছুক হইলাম। একটীর নাম 'ধনকুটিয়া' অপরটীর নাম 'ইলাম।' এই শেষোক্ত স্থানের নাম স্থান বিশেষে বর্ণিত হইয়াছে। ধনকুটিয়া নেপাল রাজ্যের সর্ব্ব পশ্চিমসীমা হইতে ২৫ মাইল এবং দারজিলিঙ্গ হইতে ৬৫ মাইল দূরস্থিত। এই স্থান তম্বুর নদীতটে (সমুদ্রকূল হইতে ৯,৩০৭ ফিট উর্দ্ধে) অবস্থিত। এইটী পশ্চিম নেপালের রাজধানী। এখানে নেপাল রাজ্যের তৌশিলী ও অপরাপর বিচারালয় আছে। এই স্থানে নেপাল দেশীয় বিস্তর কাগজ প্রস্তুত এবং স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। এখান হইতে একটী প্রীতিকর দৃশ্য নয়ন-

গোচর হয়। কৌশকী (কুশী) নদী আরুণ বরুণ ও তম্বুর নদীত্রয়কে সম্বলে গ্রহণ করিয়া অবশেষে যে গঙ্গায় নিপতিত হইয়াছে, তাহার শোভা বড় প্রীতিকর, ডাক্তার হুকার এরূপ বলিয়াছেন।

ইলাম-নগরী অপেক্ষাকৃত দারজিলিঙ্গের নিকটবর্ত্তী। এই স্থান নেপাল পশ্চিম সীমা হইতে ২০ মাইল এবং দারজিলিঙ্গ হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী। এখানেই এই পশ্চিম নেপালের একটী দুর্গ আছে, তথায় আবশ্যক মত সৈন্য বাস করে। এই সৈন্যমধ্যে অধিকাংশই ভুটিয়া ও লেপচা। কথিত আছে, ১৮২৫ সালে রাজদ্রোহনিবন্ধন শিকিমরাজ 'শুক-ফুথ-নামগে' বৎ কালে অনেক লেপচা ও ভুটিয়াদিগের প্রতি লোমহর্ষণ ব্যবহার অর্থাৎ অনেক পরিবারকে সমূলে হত্যা করেন, তৎ কালেই জীবিত বংশ মাত্রই প্রাণভয়ে ইলামে পলায়ন করে, তদবধি তাহারা এখানেই অধিবাসী হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইলাম বড় উর্ব্বর স্থান—শুণ্ডাকৃতি (Conical) এক পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি নির্ম্মিত। অরুণ নদী এই পর্ব্বত-গহ্বর হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাম্বুর নদী আরুণের এক শাখামাত্র। ইহার নিকটবর্ত্তী পশ্চিমাংশে 'নানকী' বা 'তংলু' পর্ব্বতমালা বিস্তৃত আছে। এইটী নেপাল ও দারজিলিঙ্গের নৈসর্গিক সীমা। এই তংলু হইতে দক্ষিণে বঙ্গরাজ্য, পূর্ব্বে শিকিম এবং পশ্চিমে নেপাল অতি সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ তাহার পরিদৃশ্য যে কি চমৎকার ডাক্তার হুকার তাহারও অনেক বিবরণ লিখিয়াছেন। এই স্থান হইতে গৌরীশিখর (ইভার্ষ্ট) পর্ব্বতের দৃশ্য বড় লোমহর্ষণ ও মনোহর বোধ হয়।

শ্রীহরিমোহন শ্যাম্যাল।

ইংরাজ-নিন্দা ও দেশানুরাগ।

আমি সে দিন কি ভাবিতেছিলাম জান যে এমন সময় নাই, অসময় নাই, কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক, চারিদিকে কেবলই ইংরাজ নিন্দা শুনা যায়। সংবাদ পত্রে, সভাতে বন্ধুদের মিলনে, পারিবারিক গল্পে ইংরাজ

নিন্দা একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। ইহা আমাদের আমোদের একটি চির নূতন উপকরণ, দেশহিতৈষিতা প্রকাশের একটি অনায়াস-লভ্য, সদা-প্রস্তুত সামগ্রী, তাহার একমাত্র সম্বল বলিলেও খাঁটি সত্যে বড় বেশি ভাঁজ পড়ে না। এতটা কি ভাল? অন্যের আলোচনায়, অন্যের দোষ সংশোধনার্থে এত অধিক সময় ব্যয় করা, আপনার প্রতি এতদূর দৃকপাত শূন্যতা, এত নিস্বার্থপরতা কি ধর্ম্ম সঙ্গত? যাদের জ্ঞান, যাদের সদ্‌গুণ বৃদ্ধির জন্যে আমরা এত ত্যাগ স্বীকার করি তাহারা কি তজ্জন্য আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়? আমার তো বোধ হয়, না। আর তা ছাড়া, ইংরাজ জাতির সামাজিক, শারীরিক মানসিক, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির উপায় উদ্ভাবনে শত শত ইংরাজ-মস্তক অহর্নিশি নিযুক্ত রহিয়াছে, সহস্র সহস্র ইংরাজ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছে। এরূপ অবস্থায়, আমরা আমাদের মনকে ইংরাজদের উপর হইতে কখন কখন একটু সরাইয়া যদি আপনাদের উপর নিবেশ করি তাহাতে আমরা যে বড় পাপের ভাগী হইব, কিম্বা ইংরাজদের যে বিশেষ কোন হানি হইবার সম্ভব আছে, এমন তো বোধ হয় না। তবে যদি কেহ বলেন, নিজের অভাব দূর করিবার জন্য নিজের উপকারের জন্যেই আমরা এরূপ করি; ইংরাজেরা রাজ্য পালন, রাজ্য শাসন, রাজ্য রক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য হইতে আমাদের বঞ্চিত রাখিয়াছে, আমরা এই সমস্ত চাই, আর তাহা পাই না বলিয়া ইংরাজদের নিন্দা করি। আমরা ভারতবাসী, ভারতের এ সমস্ত কার্য্য হইতে বঞ্চিত থাকা আমাদের পক্ষে যার পর নাই শোচনীয় বিষয়, আর এ সকলেতে যে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ঐ প্রকার আমাদের উড়ো নিন্দাতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার কি কোন সম্ভব আছে? আপনার বিপদের নিমিত্ত অন্যকে দায়ী করিলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি অনেকটা সান্ত্বনা পায় বটে, কিন্তু শুদ্ধ তাহাই করিয়া নিরস্ত হইলে সে কি আসল বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে? কোন রোগী, অপর কাহাকে আপন রোগের মূল স্থির করিয়া, তাহার স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া আপনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ক্রমে তাহার যেরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় আমাদেরও কি ঠিক তাহাই হইতেছে না? আমরা কি বিলক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক ভাবিয়া পরে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়াছি যে ইংরাজেরাই আমাদের সকল অনর্থের মূল? তাহা হইলেও নিজ কষ্ট নিবারণের জন্যে যথা সাধ্য চেষ্টা করা কি আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ নহে? কিম্বা এবিষয়ে আমাদের যতদূর করিবার তাহা কি করা হইয়া গিয়াছে? রাজ্য পালন, রাজ্য শাসন ও রাজ্য রক্ষণের ভার হস্তগত করিতে আমরা এত উৎসুক কেন? আমার তো বোধ হয় এই কয়টি কারণে—১ম, ইহা হইতে ধন মান লাভ হয়, কার্য্য দক্ষতা জন্মায় ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ সুখ, সুবিধা আছে। ২য়, অনেকের বিশ্বাস যে রাজ্য পালন ও শাসন (কেহ বোধ হয় মনে করেন না রাজ্য রক্ষণ কার্য্য আমাদের হাতে পড়িলে দেশের মঙ্গল হয়) দেশীয়দের হস্তে অর্পিত হইলে অধিক পরিমাণে আমাদের হিত সাধন ও সুবিচার হইবে। আর এই সকল কাজ ইংরাজেরা যত অধিকার করিতে থাকে সেই পরিমাণে আমরা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য ধন মানে বঞ্চিত হই, এবং ইংরাজদের স্বজাতি-পক্ষপাত, দেশীয় রীতি নীতিঅজ্ঞতা কিম্বা তৎপ্রতি মমতা-শূন্যতা হেতু সচরাচর অনেক প্রকার অবিচারের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহার কতকগুলি ক্ষতি পূরণ-করা কি সর্ব্বক্ষণ আমাদের আপন হাতে পড়িয়া নাই, শুদ্ধ আমরা করিতেছি না বলিয়াই কি হইতেছে না? ১ম, ধনাভাব ইহা কি কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা প্রচুর রূপে নিরাকরণ করা যাইতে পারেনা? কৃষির উন্নতির নিমিত্ত নিজের মস্তক ঘুরাইয়া নানা প্রকার উপায় আবিষ্কারের ক্লেশও এক্ষণে আমাদের পাইবার আবশ্যক করে না, কত মস্তকের কত বৎসরের শ্রমফল চক্ষের সমক্ষে পড়িয়া আছে, তাহা লইয়া ব্যবহার করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হয়। যত সভ্য দেশে কৃষিবিদ্যার যতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, ও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব বাধা অতিক্রমের যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, আর প্রতি মুহূর্ত্তে হইতেছে, কৃষিপ্রিয় একদল লোক ঐ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কাজে খাটাইলে, এবং দেশীয় লোকের হাতে এখন যে কিঞ্চিৎ অর্থ আছে তাহা একত্র করিয়া বাণিজ্যবিশারদ কতকগুলি ব্যক্তি মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এই দৃঢ় পণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদের এই উর্ব্বরা, বিভিন্ন জল বায়ুময় ভারত ভূমিতে ধনাভাব কি আর একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারে? বাণিজ্য কি কৃষিকার্য্য এর কোনটিত আজও কোন

ইংরাজ-আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয় নাই, তবে কেন আমাদের ধনীদের ধন, কৃতবিদ্যদের বুদ্ধি বিদ্যা ও কৃষকের শ্রম মিলিত হইয়া আমাদের ক্ষেত্রে যথোচিত ফলোৎপাদন করে না? দেশীলোকের নির্ম্মিত, দেশীলোক দ্বারা চালিত বাণিজ্যতরী কেন চারি সাগরের বক্ষে বিচরণ করে না? শত শত ক্রোশ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কত কত বিদেশীরা ভারতে আসিয়া ভারত ভূমি চষিয়া, ভারত জাত দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া অপরিমিত অর্থ অর্জ্জন করিতেছে, ভারতবাসীদের দরিদ্র দশা কেন ঘুচে না? কেন তাহারা এখানে ওখানে, ছোট, ওঁচা-পোঁচা দু একটা ব্যবসা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে? আমাদের তুলা, গুড় প্রভৃতি দ্রব্য কেন বিদেশীদের নিকট অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া আমরা তাহাদের যন্ত্র-প্রস্তুত দ্রব্য দ্বিগুণ তিন গুণ দামে কিনি? আমাদের দেশে যত প্রকার প্রাকৃতিক দ্রব্য জন্মায় বা যত্ন ও শ্রমসহকারে জন্মান যাইতে পারে তৎ সমুদায় ব্যবহারোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে দেশে যে যন্ত্র পাওয়া যায় এখানে আনাইয়া আপনাদের দেশের জিনিস কেন আমরা দেশে প্রস্তুত করিনা? এ সকল যন্ত্র আপনারা নির্ম্মাণ করিতেই বা কি বাধা আছে? এও কি ইংরাজদের কর্ত্তব্য কাজ যে তাহারা ধন উপার্জ্জন করিয়া আমাদের ধনী করিয়া দিবে, তাই ভাবিয়া কি আমরা হাত পা গুটাইয়া, নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি, অর্থাভাব মোচন ও দেশের অন্যান্য অনেক প্রকার হিত সাধন আমরাতো ইচ্ছা করিলেই করিতে পারি। ২ য়, অবিচারের অত্যাচার। দেশের স্থানে স্থানে উপযুক্ত দেশীয় লোকের পঞ্চায়েৎ সভা স্থাপন করিয়া বিচার কার্য্য অনেক পরিমাণে হস্তগত করা যাইতে পারে। ইংরাজ কর্ম্ম-চারীদের স্বজাতি পক্ষপাত বা দেশীয় রীতি নীতি বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু কোন দেশীলোক অন্যায়রূপে দণ্ডিত হইলে তাহাকে ও তাহার পরিবারকে আব-শ্যক মতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া এবং মমতা প্রকাশ দ্বারা আমরা তাহার দণ্ডের তীব্রতা কিছু কমাইতে পারি। ৩য় যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা। সেনাপতি পদে নিযুক্ত হওয়া ও তাহার আনুষঙ্গিক যশ মান লাভ প্রভৃতি আমাদের যে সকল সাধ গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর কাহারও মিটাইবার ক্ষমতা নাই, এ সকলে কৃতকার্য্য হওয়া ও আমাদের সাধ্যায়ত্ত, আমাদের ঐক্য বন্ধন উদ্যোগ যত্ন ও পরিশ্রমের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই সমস্ত অভাব মোচনের

জন্য কলিকাতায় একটি সভা সংস্থাপিত হউক, এক্ষণে আমাদের যে যে বিষয়ের উন্নতি সাধন আবশ্যক তাহার প্রত্যেকের জন্যে কলিকাতাবাসীদের দ্বারা এক একটি সভ্য মনোনীত হউক। সভ্যেরা কলিকাতাকে এত ভাগে বিভক্ত করুন যে প্রত্যেক ভাগ অনায়াসে এক এক ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণায়ত্ত হইতে পারে। প্রতি বিভাগের সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত এক এক-জন অধ্যক্ষ উপরি-উক্ত সভ্যদের দ্বারা নিযুক্ত হোক্। কোন্ বিভাগের কোন্ কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, কখন কি সাহায্যের আবশ্যক তাহা তথাকার অধ্যক্ষ তদ্বিষয়ক সভ্যকে সর্ব্বদা জানাইবেন। যেমন (ক) বিভাগের লোকদিগের আহারীয় দ্রব্য যথেষ্ট সারবান নহে কিম্বা তাহাদের গৃহ অস্বাস্থ্যকর পদার্থে পরিবৃত। অধ্যক্ষ স্বাস্থ্য রক্ষক সভ্যকে সংবাদ দিলেন; শিক্ষা বিষয়ের ত্রুটি হইলে জ্ঞানোন্নতিসাধক সভ্যকে জানাইলেন; কোন্ ব্যবসাদারের কি সাহায্য আবশ্যক তাহা বাণিজ্য বিস্তারক সভ্যকে জানাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সভ্যদের উপদেশানুসারে সেই সেই বিষয়ের প্রতিকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন সভার অধিবেশন-আরম্ভেই কৃষি উৎকর্ষক সভ্য ব্যস্ত ভাবে, আনন্দ বিস্ফারিত মুখে জানাইলেন ক্ষেত্রে সার ও জল দিবার নূতন বন্দবস্তে এবার এমন অনাবৃষ্টির বৎসরেও সোনা ফলিয়াছে, দুর্ভিক্ষের আর কোন আশঙ্কা নাই। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বাণিজ্য বিস্তারক সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন 'অর্ণবপতি শ্রীমহিমাচন্দ্র মজুমদার তাঁহার দ্বারা চালিত বাণিজ্যতরী 'সাগরিকা' তে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, কাল বেলা দুই প্রহরের সময় আসিয়া গঙ্গায় নোঙর করিবেন সাগর সঙ্গম হইতে সংবাদ আসিয়াছে।' অমনিই সভাগৃহ একেবারে আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল, গৃহ চূড়ায় আনন্দ নিশান উড়িল, নিশান দেখিয়া সংবাদ জানিবার নিমিত্ত চারিদিক হইতে সকল শ্রেণীর লোক সভাগৃহে ছুটিয়া আসিল। কলিকাতাবাসী সকল স্ত্রী পুরুষ অর্ণবপতির অভ্যর্থনা উৎসবে মাতিয়া উঠিল। এই রূপ এক একটি সভা বাঙ্গালা দেশের প্রতি জেলার প্রধান সহরে স্থাপিত ও উক্ত প্রকারে তাহার সভ্য মনোনীত হউক, এবং সভ্যেরা জেলার প্রতি গ্রামে এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন। গ্রাম্য অধ্যক্ষেরা তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামের বিশেষ

বিবরণ সহরের বিশেষ বিশেষ সভ্যকে জানাইবেন। জেলা সভার কোন সভ্যের কোন বিষয়ে পরামর্শ বা সাহায্যের আবশ্যক হইলে কলিকাতা মহা-সভার যে সভ্যের উপর ঐ কার্য্যের ভার অর্পিত তাঁহার নিকট নিবেদন করিবেন। কলিকাতা সভাস্থ সভ্যেরা সাহায্যদানের আবশ্যকতা ও সীমা নিরুপিত করিয়া তদনুযায়ী সুবিধান করিবেন। রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষক সভ্য বিস্ফারিত চক্ষে উৰ্দ্ধকর্ণে, একাগ্র চিত্তে স্বীয় প্রদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কার্য্য, প্রতি কথা, প্রতি ভাব ভঙ্গী, প্রতিক্ষণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবেন, শুনিবেন, এবং অন্য সভ্যদের নিকট সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন ও তৎসম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করিবেন, পরে সম্মিলিত সকল সভ্য দ্বারা কর্ত্তব্য অবধারিত হইবে। সকল দেশ ও প্রদেশের রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষকদের মধ্যে সর্ব্বদা সমস্ত সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে নিজ মতের আদান প্রদান চলিবে। বাঙ্গলাদেশে এইরূপ সভা সকল সংস্থাপিত এবং সুন্দররূপে কাজ চলিতে আরম্ভ হইলে, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রতি সহর, প্রতি গ্রামে উহার প্রতি-রূপ সভা শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে। তখন ভারতের প্রতি প্রদেশের গ্রাম সকল হইতে সহরে, সহর হইতে রাজধানীতে, আবার রাজধানী হইতে সহর ও গ্রাম সমূহে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন খবর বার্ত্তা, সভ্যদের মত ও ভাবের জোয়ার ভাটা দিনরাত খেলিতে থাকিবে। যেমন পিতামাতা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও সন্তানের কল্যানার্থে এক সঙ্কল্প হন, ভারতের ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন জাতিরা ভারতের হিতের জন্য তখন একহৃদয় হইবে। যেমন হৃদয় হইতে শিরা সংযোগে সর্ব্ব শরীরে প্রাণপোষক শোণিত সঞ্চালিত হয় তেমনি কলি-কাতা মহাসভা হইতে স্বাধীন, উন্নত ভাব সকল সভ্য ও অধ্যক্ষগণ দ্বারা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া জতীয় জীবন সঞ্চার, পোষণ ও বৰ্দ্ধন করিবে। ভাব সকল যেমন যেমন বৰ্দ্ধিত ও বিশুদ্ধ হইতে থাকিবে, জাতীয় দেহে তেমনি নূতন তেজ, নূতন শ্রীর বিকাশ হইবে, ক্রমে দীর্ঘ পরাধীনতারূপ পক্ষাঘাতের অসাড়তা একেবারে দূর হইয়া সর্ব্বাঙ্গ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিময় হইবে। বাঙ্গালী জাতীয় দেহের এক অঙ্গ একটি বাঙ্গালীর প্রতি তখন কেহ কোন প্রকার অন্যায় আঘাত করিলে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি ব্যথায় আকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ আঘাতকারীকে যথোচিত প্রতিফল না দিয়া কোন মতেই